বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি ২০২২

সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ

RMMRU

তাসনিম সিদ্দিকি
রাবেয়া নাসরিন সুলতানা
নুসরাত মাহমুদ
আনিকা তাবাসসুম

বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি ২০২২
সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন

ভূমিকা

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ২০২২ সালের অন্যতম রাজনৈতিক ঘটনা। এই যুদ্ধ যে শুধু দুটো দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলছে তা নয় এটি বিশ্ব অর্থনীতিতেও বিভিন্ন রকম প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। এ বছরেও এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে ২০২২ সালের অভিবাসনের অর্জন এবং চ্যালেঞ্জ সমুহ তুলে ধরেছে। রিপোর্টটি মোট সাত অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে আলোচিত হয়েছে ২০২২ সালের অভিবাসন এবং রেমিটেন্স চিত্র। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে এ বছরে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ন ঘটনাবলী। তৃতীয় অংশে মূল্যায়ন করা হয়েছে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের ভূমিকা। চতুর্থ অংশে রয়েছে এ বছরে আইন ও নীতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন গুলো সাধিত হয়েছে তার বিবরণ। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অংশে রয়েছে আন্তর্জাতিক আইন ও সিভিল সমাজের প্রতিষ্ঠান সমুহের ভূমিকা। সুপারিশমালা ও উপসংহারের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে প্রতিবেদনটি।

১.বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন, ২০২২

১.১ পরিসংখ্যান

কোভিড-১৯ অতিমারী পরবর্তী সময়কালে আন্তর্জাতিক অভিবাসন প্রবাহ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বিএমইটি তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে বাংলাদেশ থেকে মোট ৬,১৭,২০৯ জন বাংলাদেশী কর্মী কাজের উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গেছেন। ২০২২ সালে মোট ১১,৩৫,৮৭৩ জন বাংলাদেশী অভিবাসন করেন। [১]গত বছরের তুলনায় ২০২২ সালে অভিবাসন প্রবাহ ৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র ১.১.১: বাংলাদেশ থেকে ১৯৭৬-২০২২ পর্যন্ত শ্রম অভিবাসন

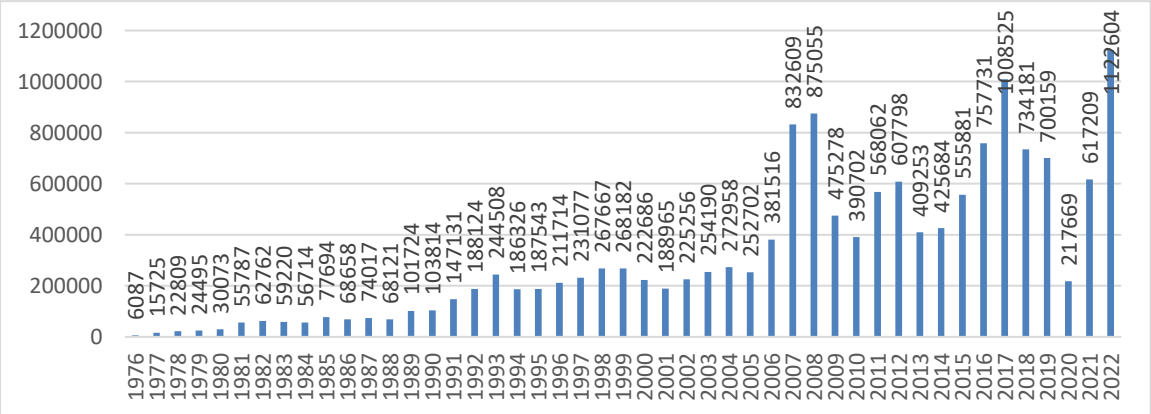

[1] Overseas Employment & Remittances (1976 to 2023) - bmet.gov.bd

সূত্র: বিএমইটি ডাটা থেকে রামরু কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে

১.২ নারী অভিবাসন ২০২২

২০২২ সালে মোট ১,০৫,৪৬৬ জন নারী কর্মী কাজের জন্য বিদেশে গেছেন। ২০২১ সালের তুলনায় নারী অভিবাসন প্রবাহ এই বছর ৩১.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (২০২১ সালে ছিল ৮০,১৪৩ জন)।[২] তবে এ বছর আন্তর্জাতিক অভিবাসন প্রবাহের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পুরুষ অভিবাসনের প্রবাহ যে মাত্রায় বেড়েছে সে মাত্রায় নারী অভিবাসন বাড়েনি। এ বছরে মোট আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ৯.৩ শতাংশ হলো নারী অভিবাসন।

১.৩ গন্তব্য দেশ

২০২২ সালে সর্বমোট ১১,৩৫,৮৭৩ জন অভিবাসী বিদেশে কাজে যোগদান করেন। চিত্র ১.৩.১ অনুসারে বিগত বছরের প্রবণতা অনুযায়ী ২০২২ সালেও সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অভিবাসী গিয়েছেন সৌদি আরবে। দেশটিকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার হিসেবে ধরা হয়। ২০২২ সালে বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে কাজে যোগদান করেন ৬,১২,৪১৮ জন যা মোট অভিবাসনের ৫৪ শতাংশ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অভিবাসন ঘটে ওমানে (১,৭৯,৬১২ কর্মী, ১৬ শতাংশ)। অন্যান্য উলেখযোগ্য গন্তব্য দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (১,০১,৭৭৫ কর্মী, ৯ শতাংশ, তৃতীয় বৃহত্তম), সিঙ্গাপুর চতুর্থ (৬৪,৩৮৩ কর্মী, ৬ শতাংশ, চতুর্থ বৃহত্তম)। পরবর্তী দেশগুলো হলো যথাক্রমে মালয়েশিয়া (৫০,০৯০ কর্মী, ৪.৪১ শতাংশ, পঞ্চম বৃহত্তম) ও কাতার (২৪,৪৪৭ কর্মী, ২.১৫ শতাংশ, ষষ্ঠ বৃহত্তম)।[৩]

চিত্র ১.৩.১: ২০২২ সালে বাংলাদেশী অভিবাসীদের গন্তব্য দেশসমূহ

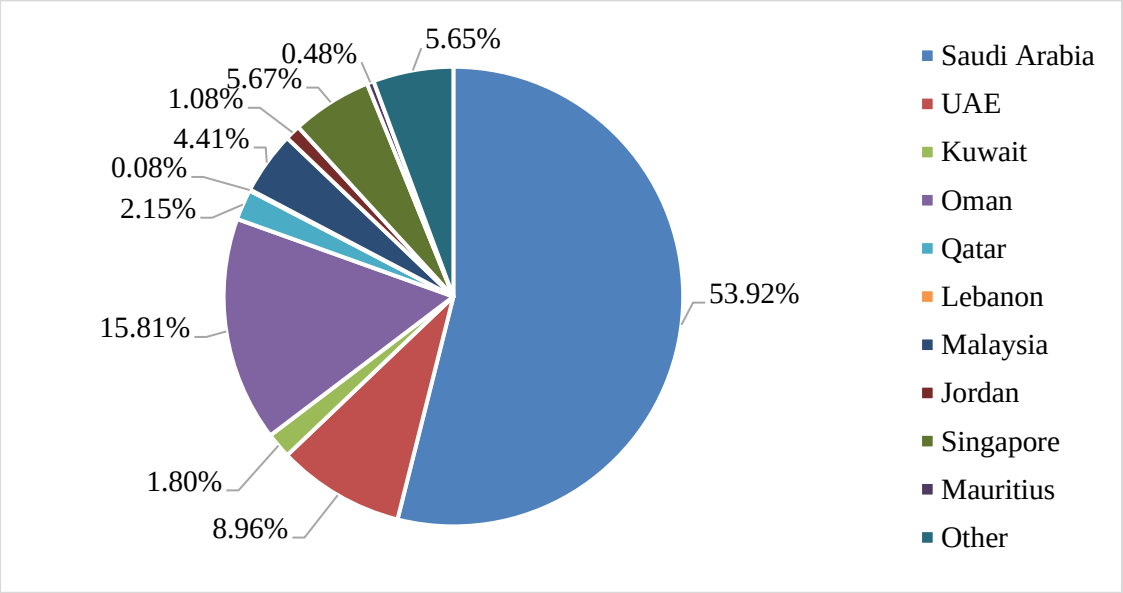

বিএমইটি ডাটা থেকে রামরু কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে

[২] www.bmet.gov.bd

[৩] www.bmet.gov.bd

নারী অভিবাসনের ক্ষেত্রেও গন্তব্য দেশগুলোর মধ্যে এই বছরে সৌদি আরবে নারী গিয়েছেন সবচেয়ে বেশি। ২০২২ সালে মোট নারী অভিবাসনের প্রায় ৬৭ শতাংশ (৭০,২৭৯ কর্মী) অভিবাসন করেন এই দেশটিতে। ২য় বৃহত্তম প্রবাহ ঘটে ওমানে (১৬,৫৪৪ কর্মী, ১৬ শতাংশ), ৩য় জর্ডানে (১১,৮৭৯ কর্মী, ১১.২৬ শতাংশ), চতুর্থ কাতারে (১,৯৮২ কর্মী, ২ শতাংশ) এবং পঞ্চম বৃহত্তম সংযুক্ত আরব আমিরাতে (১,৭৬১ কর্মী, ১.৬৭ শতাংশ) অভিবাসন করেন।[৪]

চিত্র ১.৩.২: ২০২২ সালে বাংলাদেশী নারী অভিবাসীদের গন্তব্য দেশসমূহ

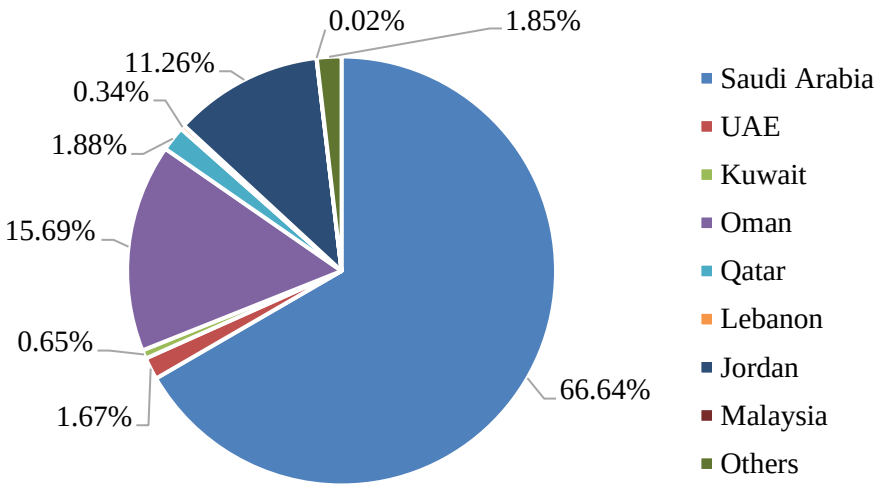

বিএমইটি ডাটা থেকে রামরু কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে

১.৪ উৎস এলাকাসমূহ

২০২২ সালে আন্তর্জাতিক অভিবাসনের উলেখযোগ্য উৎস এলাকাগুলো হলো কুমিলা, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী, চাঁদপুর, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, সিলেট, ঢাকা ও নরসিংদী। সর্বাধিক সংখ্যক আন্তর্জাতিক অভিবাসন ঘটেছে কুমিল্লা থেকে (৯.৫২ শতাংশ, ১,০৫,৯৯৭জন)। দ্বিতীয় বৃহত্তম অভিবাসনের উৎস এলাকা চট্টগ্রাম থেকে ৬.২৪ শতাংশ (৬৯,৪৪৮ জন) অভিবাসন করেন। ৬ শতাংশ অভিবাসন করেন (৬২,৬৯৮ জন) ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে। নোয়াখালী, চাঁদপুর, টাঙ্গাইল এবং কিশোরগঞ্জ থেকে যথাক্রমে ৪.৩৫ শতাংশ (৪৮,৩৯৩ জন), ৪.০৮ শতাংশ (৪৫,৪৫৫ জন), ৩.৮১ শতাংশ (৪২,৩৭৯ জন) ও ৩.৩৯ শতাংশ (৩৭,৭৮৫জন) অভিবাসন করেন।

[4] www.bmet.gov.bd

চিত্র ১.৪.১: ২০২২ সালে বাংলাদেশী অভিবাসীদের উৎস এলাকাসমূহ

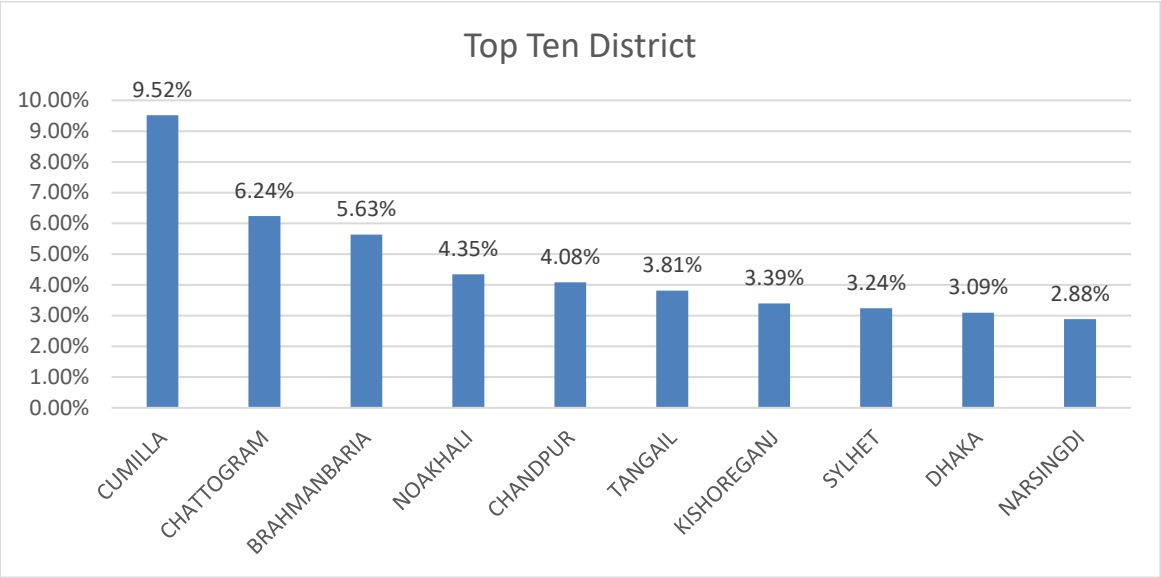

বিএমইটি ডাটা থেকে রামরু কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে

১.৫ দক্ষতা

৪ টি শ্রেণিতে বিভক্ত বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের মধ্যে পেশাদার কর্মীদের অভিবাসনের হার কম। তবে গত বছরের (২০২১) তুলনায় ২০২২ সালে তা সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১ সালে ০.১৪ শতাংশ পেশাজীবী কর্মী অভিবাসন করেন। ২০২২ সালের ০.৩৪ শতাংশ আন্তর্জাতিক অভিবাসন এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত (চিত্র ১.৫.১)।

চিত্র ১.৫.১: ২০২২ সালে বাংলাদেশী অভিবাসীদের দক্ষতা গঠন (২১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত)

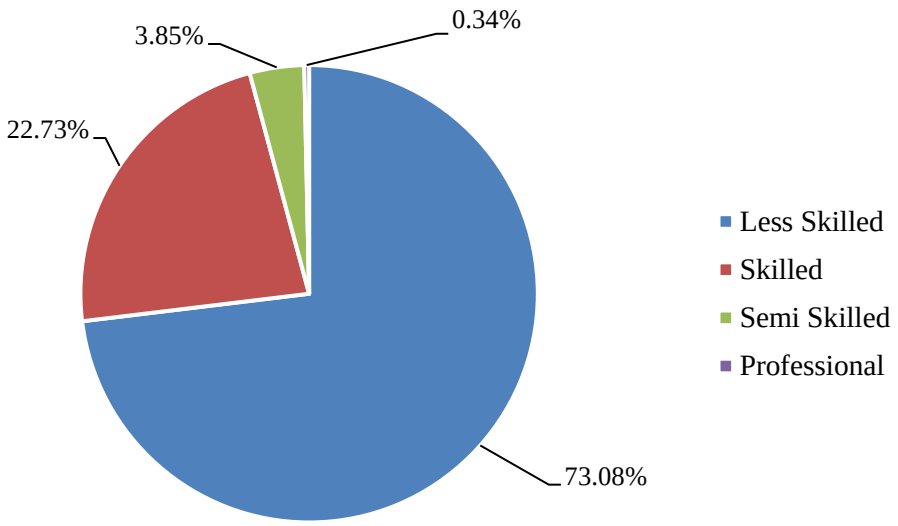

বিএমইটি ডাটা থেকে রামরু কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে

২০২২ সালে দক্ষ কর্মী অভিবাসনের সংখ্যা বিগত বছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। ২০২১ সালে ২১.৩৩ শতাংশ দক্ষ কর্মী অভিবাসন করেছিলেন। ২০২২ সালে তা ২২.৭৩ শতাংশে নেমে এসেছে। অর্ধ-দক্ষ কর্মী অভিবাসনের সংখ্যার তেমন কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি। ২০২২ সালে ৩.৮৫ শতাংশ অর্ধ-দক্ষ কর্মী অভিবাসন করেন; যা ২০২১ সালে ছিল ৩.২৮ শতাংশ। যথারীতিভাবে এ বছরেও অদক্ষ কর্মীর পরিমাণ বেড়েছে। ২০২২ সালে অদক্ষ কর্মীর অভিবাসনের হার ৭৩.০৮ শতাংশ যা ২০২১ ছিল ৭৫.২৪ শতাংশ।[৫]

১.৬ রেমিটেন্স প্রবাহ

২০২২ সালে মোট ১১,৩৫,৮৭৩ জন কর্মী আন্তর্জাতিক অভিবাসন করেন। অথচ এই বছর রেমিটেন্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক। এ বছরে রেমিটেন্স এসেছে ২১.২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত বছরের তুলনায় ২০২২ সালে রেমিটেন্স কমেছে ৩.৫৩ শতাংশ । সারণী ১.৬.১ থেকে বছরওয়ারি অভিবাসী কর্মীর সংখ্যা এবং রেমিটেন্স প্রবাহের শতাংশ হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে। ২০০১ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত রেমিটেন্স প্রবাহের ব্যাপক বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। শুধুমাত্র ২০১০ সালে এসে এর বৃদ্ধি ২.৭ শতাংশে নেমেছিল; তবে বাকি বছরগুলোর ক্ষেত্রে রেমিটেন্স প্রবাহে প্রবৃদ্ধি ৩৭.৫ শতাংশেও ছুঁয়েছিল। ২০১১ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে রেমিটেন্স ১০ থেকে ১৮ শতাংশ হারে বেড়েছে কিছু বছরে রেমিটেন্স প্রবাহ ছিলো নেতিবাচক (২০১৩, ২০১৬ ও ২০১৭ সাল) । অথচ ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে অভিবাসী কর্মীদের প্রবাহ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিলো।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অভিবাসন প্রবাহের সাথে রেমিটেন্স প্রবাহের বৃদ্ধি বা হ্রাসের সম্পক রয়েছে। রেমিটেন্স প্রবাহের হ্রাস বৃদ্ধি বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভরশীল। যেমন, আন্তর্জাতিক অভিবাসীদের মোট স্টকের বর্তমান অবস্থা। বিগত ১৪ বছরে প্রায় ৮৫ লক্ষ কর্মী বিদেশে গেছেন। আন্তর্জাতিক অভিবাসনের প্রথম বছরেই অভিবাসন কর্মী রেমিটেন্স প্রেরণ করতে পারে না। অভিবাসনের দ্বিতীয় বছরে রেমিটেন্স প্রবাহে বৃদ্ধি দেখা দেয়। বহু সংখ্যক কর্মী অভিবাসন করলেও কাজ করতে না পেরে বিভিন্ন প্রতারণার শিকার হয়ে দেশে ফিরে এসেছেন।

সারণি ১.৬.১: বিগত বছরগুলোয় অভিবাসী কর্মীদের সংখ্যা এবং রেমিটেন্স প্রবাহের হ্রাস বৃদ্ধি (২০০১-২০২২)

বছর	*অভিবাসীর সংখ্যা*	*বৃদ্ধি/হ্রাসের শতাংশ*	*রেমিটেন্স (মার্কিন ডলার)*	*বৃদ্ধি/হ্রাসের শতাংশ*
২০০১	১৮৯০৬০		২০৭১.০	
২০০২	২২৫২৫৬	১৯.২	২৮৪৭.৮	৩৭.৫
২০০৩	২৫৪১৯০	১২.৮	৩১৭৭.৬	১১.৬
২০০৪	২৭২৯৫৮	৭.৪	৩৫৬৫.৩	১২.২
২০০৫	২৫২৭০২	-৭.৪	৪২৪৯.৯	১৯.২
২০০৬	৩৮১৫১৬	৫১.০	৫৪৮৪.১	২৯.০
২০০৭	৮৩২৬০৯	১১৮.২	৬৫৬২.৭	১৯.৭
২০০৮	৮৭৫০৫৫	৫.১	৮৯৭৯	৩৬.৮

[5] Data collected from BMET

২০০৯	৪৭৫২৭৮	-৪৫.৭	১০৭১৭.৭	১৯.৪
২০১০	৩৯০৭০২	-১৭.৮	১১০০৪.৭	২.৭
২০১১	৫৬৮০৬২	৪৫.৪	১২১৬৮.১	১০.৬
২০১২	৬০৭৭৯৮	৭.০	১৪১৬৪.০	১৬.৪
২০১৩	৪০৯২৫৩	-৩২.৭	১৩৮৩২.১	-২.৩
২০১৪	৪২৫৬৮৪	৪.০	১৪৯৪২.৬	৮.০
২০১৫	৫৫৫৮৮১	৩০.৬	১৫,২৭১.০	২.২
২০১৬	৭৫৭৭৩১	৩৬.৩	১৩৬০৯.৮	-১০.৯
২০১৭	১০০৮৫২৫	৩৩.১	১৩৫২৬.৮	-০.৬
২০১৮	৭৩৪১৮১	-২৭.২	১৫৪৯৭.৭	১৪.৬
২০১৯	৭০০১৫৯	-৪.৬	১৮৩৫৪.৯	১৮.৪
২০২০	২১৭৬৬৯	-৬৮.৯	২১৭৫২.৩	১৮.৫
২০২১	৬১৭২০৯	১৮৩.৬	২২,০৬৩.৮	১.৪
২০২২	১১,৩৫,৮৭৩	৮৪	২১,২৮৪.৮৬	-৩.৫৩

সূত্র: বিএমইটি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য থেকে রামরু কর্তৃক প্রস্তুতকৃত

চিত্র ১.৬.১: ২০০১-২০২২ পর্যন্ত রেমিট্যান্স প্রবাহ

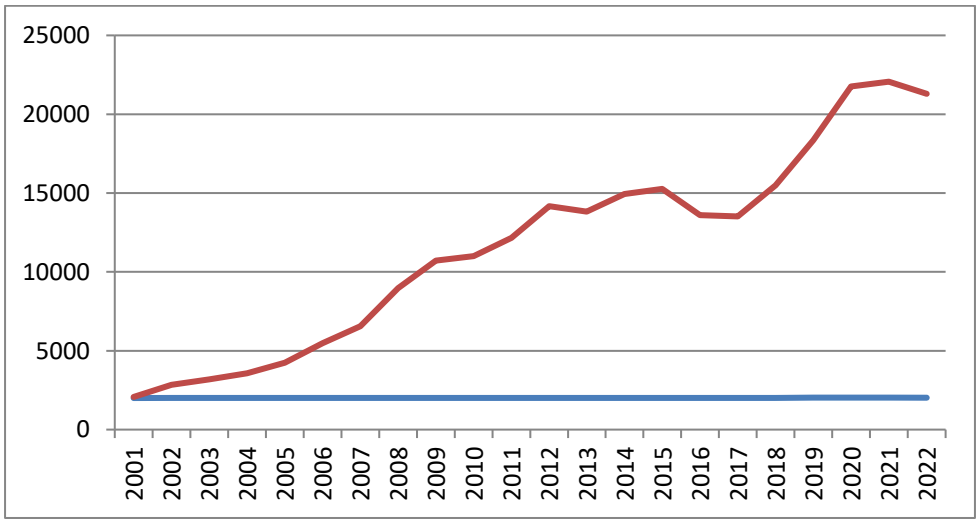

সূত্র: বিএমইটি তথ্য থেকে রামরু কর্তৃক প্রস্তুতকৃত

এই বছরেও সর্বোচ্চ রেমিটেন্স এসেছে সৌদি আরব থেকে যা মোট রেমিটেন্সের ১৮.৮৭ শতাংশ (৪০১৫.৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিটেন্স আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে (৩৭১২.৬৪ মিলিয়ন, ১৭.৪৪ শতাংশ)। এর পরের দেশগুলো যথাক্রমে সংযুক্ত আরব আমিরাত (২৫৯৩.২৩ মিলিয়ন, ১২.১৮ শতাংশ), যুক্তরাজ্য (২০৬৯.৮৮ মিলিয়ন,৯.৭২ শতাংশ) এবং কুয়েত থেকে (১৬১১.৯৭ মিলিয়ন ডলার, ৭.৫৭ শতাংশ) রেমিটেন্স আসে। [৬]

সারণী ১.৬.২: ২০২২ সালে কর্মসংস্থানের দেশ অনুসারে রেমিট্যান্স প্রবাহ

দেশ	ইউএসডলার (মিলিয়ন)	%
বাহরাইন	৫২০.২৮	২.৪৪
কুয়েত	১৬১১.৯৭	৭.৭২
ওমান	৭২৯.০৫	৩.৪৩
কাতার	১৩১৬.৩১	৬.৩৯
সৌদি আরব	৪০১৫.৪৯	১৮.৮৭
সংযুক্ত আরব আমিরাত	২৫৯৩.২৩	১২.১৮
ইতালি	১১৬১.৫১	৫.৪৬
মালয়েশিয়া	১০৪৩.৭৯	৪.৯
সিঙ্গাপুর	৩৬০.২৯	১.৬৯
যুক্তরাজ্য	২০৬৯.৮৮	৯.৭২
যুক্তরাষ্ট্র	৩৭১২.৬৪	১৭.৪৪
অন্যান্য	২১০৬.৪৬	৯.৯১
মোট	২১২৮৫.০৫	১০০

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য থেকে রামরু কর্তৃক প্রস্তুতকৃত

২. অভিবাসন খাতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

২.১ মালয়েশিয়ায় অভিবাসন

২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিলো। ২০২২ এর শুরুতে এই সমঝোতা স্মারকটি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত একটি খসড়া প্রস্তাব নিয়ে দুই দেশের মাঝে আনুষ্ঠানিক আলোচনাও শুরু হয়।[৭] মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে কর্মী নিয়োগে যাতে কোন সিন্ডিকেট সুযোগ না পায় বা অবৈধ লেনদেন না হয় এই বিষয়ে উভয় সরকার আলোচনা করে। সিন্ডিকেট এর প্রভাব মালয়েশিয়া শ্রমবাজার এবং অভিবাসন ব্যয়ে যাতে না পরে তার জন্য বাংলাদেশ ২৭৫ টি এজেন্টদের তালিকা সরবরাহ করলেও মালয়েশিয়া সরকার শ্রমিক নিয়োগের জন্য শুধু ২৫টি সংস্থাকে নির্বাচিত করে।[৮] প্রায় ছয় মাস দুই দেশের সরকারের মধ্যে ক্রমাগত চিঠি আদান প্রদানের পর চলতি বছরের জুন মাসে বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ইমরান আহমদ এবং মালয়েশিয়ার মানবসম্পদ মন্ত্রী এম সারাভানানের উপস্থিতিতে ঢাকায় দুই দেশের একটি যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে মালয়েশিয়া সরকার তার পছন্দমতো এজেন্সির মাধ্যমে কর্মী নেবে এই সিদ্ধান্তে পুনব্যক্ত করে। [৯]গত বছর

[6] www.bmet.gov.bd
[7] সিন্ডিকেট ও অবৈধ লেনদেন ঠেকাতে তৎপরতা - দৈনিক মানবজমিন
[8] অভিবাসী শ্রমিকরা যেভাবে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া উভয় দেশের জন্যই আশীর্বাদ - দৈনিক বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড
[9] অভিবাসন: মালয়েশিয়ায় যেতে ইচ্ছুক শ্রমিকদের নিবন্ধন শুরু, যেভাবে করা যাবে - BBC Bangla

সিন্ডিকেটমুক্ত মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার চালুর জন্য রিক্রুটিং এজেন্সিদের এসোশিয়েশন বায়রা,সিন্ডিকেট নির্মূল ঐক্যজোট, মানববন্ধন ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজন করে। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে বায়রা সিন্ডিকেট বিরোধী মহাজোট অন্য ১৩ টি উৎস দেশের মতো মালয়েশিয়ায় জনশক্তি পাঠাবার জন্য সকল বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সিকে সুযোগ দেবার দাবি জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে। ২০২২ এর সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে বায়রার নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে মালয়েশিয়া সরকার নতুন করে আরও ৫০টি রিক্রুটিং এজেন্সিকে কর্মী প্রেরণের জন্য নির্বাচিত করে।[১০] দেশে ১৫০০ টি বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সি থাকা সত্ত্বেও সব মিলিয়ে মাত্র ৭৫ টি এজেন্সি বর্তমানে কর্মী পাঠাবার অনুমতি পেয়েছে যা নিয়ে বায়রার নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। বায়রার নির্বাচন হবার আগে যারা সকল রিক্রুটিং এজেন্সিকে মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠাবার সুযোগ দেবার জন্য নানা কার্যক্রমে জড়িত ছিলেন, নির্বাচিত হবার পর তাদেরকে নৈতিক অবস্থান থেকে সরে আসতে দেখা গেছে। সমঝোতা স্মারকে বিএমইটির ডাটাবেজ থেকে কর্মী সংগ্রহ করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ২০২২ সালের জুন মাস হতে আগ্রহী শ্রমিকদের নিবন্ধন শুরু হয়।[১১] প্রায় চার বছর পর বিরতির পর ২০২২ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ৫০,০৯০জন বাংলাদেশি শ্রমিক মালয়েশিয়ায় গিয়েছেন।[১২]

২.২ রেমিট্যান্স প্রবাহে প্রণোদনা বৃদ্ধি

২০২২ সালের শুরুতে বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে প্রণোদনা বৃদ্ধি করে অর্থ মন্ত্রণালয়। পহেলা জানুয়ারি থেকে প্রণোদনা ২% থেকে ২.৫% উন্নিত করা হয় । প্রণোদনা বাড়াবার পরও ২০২২ এর শেষের দিকে এসে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে বিদেশ থেকে পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। রেমিট্যান্স কমে যাবার পেছনে বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। মাঠপর্যায়ের তথ্যানুযায়ী অভিবাসীদের একটি বড় অংশ ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিটেন্স পাঠান। কিন্তু এই বছর ইসলামী ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকগুলোতে আমানতের প্রবৃদ্ধি হ্রাস, ঋণ খেলাপের ও ঋণ দেবার পরিমাণ বৃদ্ধিসহ পত্র পত্রিকায় নানাধরনের খবর প্রকাশের ফলে ব্যাংকের উপর অভিবাসীদের আস্থা কমে যাচ্ছে।৩ অভিবাসী পরিবারেরা মনে করে ব্যাংকে টাকা রাখলে সেই টাকা আর নাও ফেরত পেতে পারেন বা ব্যাংকগুলো দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে এই আশংকা থেকে তারা তাদের আয় হুন্ডি বা অন্যান্য অনিয়মিত পথে দেশে পাঠাচ্ছেন। তারা ব্যাংকে রাখা সঞ্চিত অর্থ তুলে ফেলছেন।[১৩] পেনশন স্কিমের আওতায় যদি প্রণোদনা বাড়িয়ে দেয়া যায়, তবে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়বে। রামরু আয়োজিত 'রেমিট্যান্সপ্রবাহ ও ব্যবস্থাপনায় চ্যালেঞ্জ এবং মোকাবেলার উপায়' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে ওয়ারবে এবং ওকাপ ও দাবি জানায় যাতে প্রণোদনা বাড়িয়ে অন্তত ১০% করা হয়।

২.৩ বিমান ভাড়া হ্রাস

বছরের শুরুতে মধ্যপ্রাচ্যগামী বিমান ভাড়া বেড়েছিল ব্যাপকভাবে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যগামী বাংলাদেশি শ্রমিকরা বিশেষ করে যারা প্রথমবার অভিবাসন করছেন তারা সবেচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পরেছিলেন।[১৪] বিমানভাড়া বৃদ্ধির অন্যতম কারণ ছিল ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে জেট ফুয়েলের দাম একশ পঞ্চাশ শতাংশ বৃদ্ধি এবং কোভিড পরবর্তী সময়ে ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক বৃদ্ধি।[১৫] অতি মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে ট্রাভেল এজেন্সিগুলো এয়ারলাইন্সগুলোর থেকে ব্যাপকহারে টিকিট বুকিং দিয়ে একটি কৃত্রিম সংকট তৈরি করে রাখছিল। বছরের শুরুতে বিমান বাংলাদেশ

[10] মালয়েশিয়ায় আরো ৫০টি এজেন্সি শ্রমিক পাঠানোর অনুমোদন পাচ্ছে - দৈনিক নয়া দিগন্ত
[11] ibid
[12] www.bmet.gov.bd
[13] রেমিট্যান্সে আরও প্রণোদনার দাবি প্রবাসীদের - দৈনিক বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড
[14] এমিরেটস, কাতারসহ বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের বিমান ভাড়া আকাশ ছোঁয়া, হিমশিম খাচ্ছেন প্রবাসী শ্রমিকরা - BBC Bangla
[15] ibid

এয়ারলাইন্স মধ্যপ্রাচ্যের পাঁচটি রুটে ভাড়া কমানোর ঘোষণা দিলেও টিকেট বিক্রয় কেন্দ্রগুলো থেকে জানা যায় মার্চ মাস পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের এসব রুটের টিকেট আগেই বিক্রি হয়ে গেছে।[১৬] রিয়াদগামী ফ্লাইটের টিকিটের দাম মহামারির আগের সময়ে ছিল ৩০-৩৬ হাজার টাকা, যা এই বছরে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পরে ৯০ হাজার টাকায় পৌঁছায়।[১৭] তবে বছরের শেষ দিকে এসে বিমানের টিকেটের দাম আবার কমে গেছে। বর্তমানে রিয়াদগামী টিকেটের বিমানভাড়া কমে ৫৫ থেকে ৬০ হাজার টাকায় পৌঁছেছে। মহামারির আগে ঢাকা-দুবাই টিকিটের দাম ৩৬ হাজার টাকা ছিল। পরে তা বেড়ে হয়েছিল ৭০-৮০ হাজার টাকা। বর্তমানে টিকেট পাওয়া যাচ্ছে ৪০ হাজার টাকায়।[১৮]

২.৪ অভিবাসীদের জন্য অ্যাপভিত্তিক সেবা

আমি প্রবাসী অ্যাপ

করোনাকালীন সময়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত সেবা সহজ ও ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে 'আমি প্রবাসী *(Ami Probashi)*' নামের একটি অ্যাপ চালু করেছে। পূর্বে এই অ্যাপের মাধ্যমে প্রবাসীরা কোভিড ভ্যাক্সিন নিবন্ধন এবং দালাল ছাড়াই বিদেশে চাকরির আবেদন করতে পারতেন। ২০২২ সাল থেকে এই অ্যাপের মাধ্যমে প্রি-ডিপার্চার ওরিয়েন্টেশন (পিডিও) সেশনের বুকিং, টাকা জমা এবং কিউআর কোড-সংবলিত এনরোলমেন্ট কার্ড সংগ্রহ করা যাচ্ছে। ট্রেনিং শেষে কিউআর কোড-সংবলিত সার্টিফিকেট এই অ্যাপ থেকে অভিবাসীরা ডাউনলোড করতে পারছেন।[১৯] মাঠ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী 'আমি প্রবাসী' অ্যাপ হতে সার্টিফিকেট ডাউনলোড করতে গিয়ে বিদেশগামী অভিবাসীরা নানাধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। প্রযুক্তিগত জ্ঞান কম থাকবার কারণে এই সার্টিফিকেট ডাউনলোড তারা নিজেরা সহজে করতে পারছেননা। আবার এই সার্টিফিকেট ডাউনলোড করবার একটা আলাদা চক্র তৈরি হয়েছে যেখানে টাকার বিনিময়ে অ্যাপ থেকে সার্টিফিকেট ডাউনলোড করে দেওয়া হয়। ফলে অ্যাপ থেকে ট্রেইনিং সার্টিফিকেট ডাউনলোড করতে গিয়ে অভিবাসীর টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে।

সেইফস্টেপ অ্যাপ

রেফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু) ২০২১ সাল থেকে নিরাপদ অভিবাসন সম্পর্কিত মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন সেইফস্টেপ নিয়ে কাজ করছে। দেশের বিভিন্ন টেকনিকাল ট্রেইনিং সেন্টার এবং ডেমো অফিসে বিদেশগামী অভিবাসী কর্মীদের রামরু হাতে কলমে সেইফস্টেপ অ্যাপ ব্যবহার এর প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। সেইফস্টেপ অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধনকৃত অভিবাসী কর্মীরা অভিবাসন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র মোবাইলে ছবি তুলে বা ফাইল থেকে অ্যাপে জমা রাখতে পারছেন। অন্য সেইফস্টেপ অ্যাপ ব্যবহারকারীর সাথে প্রয়োজনে এসমস্ত কাগজ অ্যাপের মাধ্যমে শেয়ার করে যাচাই করছেন অভিবাসীরা। এছাড়া নিবন্ধন করা ছাড়াই এই অ্যাপ দিয়ে অভিবাসী কর্মীরা বাজেট ক্যালকুলেটর এর মাধ্যমে তাদের বেতন, ঋণ, অভিবাসনের খরচ, রেমিট্যান্স ইত্যাদি তথ্য প্রবেশ করে অভিবাসনে লাভ ও ক্ষতির হিসাব করতে পারছেন। একইসাথে অ্যাপের ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে ভিডিও দেখে বিদেশে যাবার পূর্বেই সেখানকার কর্মপরিবেশ, অভিবাসীর অধিকার, অভিবাসনের সঠিক ও নিরাপদ ধাপ ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে ও প্রস্তুতি নিতে পারছেন। সেইফস্টেপ অ্যাপে সহায়তা কেন্দ্র নামের অপশন থেকে স্বয়ংক্রিয় চ্যাটবটের মাধ্যমে অভিবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য এবং বিদেশে বিপদে পরলে জরুরী সাহায্য পাবার তথ্য সেখানে রয়েছে। সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে মালয়েশিয়ার একটি অভিবাসন সম্পর্কিত সংস্থা সুয়ারা কামীর হটলাইন সাথেও অভিবাসীরা যোগাযোগ করতে পারছেন। দুবাই থেকে একজন অভিবাসী কর্মী সেইফস্টেপ অ্যাপের সুয়ারা কামী ব্যবহার করে কর্মচুক্তির

[16] বিমান ভাড়া কমিয়েছে, কিন্তু টিকেটই মিলছে না - bangla.bdnews24.com
[17] এখনও উচ্চ বিমান ভাড়ার সবচেয়ে বেশি মূল্য অভিবাসী কর্মীদেরই দিতে হচ্ছে - দৈনিক বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড
[18] ibid
[19] এখনও উচ্চ বিমান ভাড়ার সবচেয়ে বেশি মূল্য অভিবাসী কর্মীদেরই দিতে হচ্ছে - বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড - newsbangla24.com

খেলাপ জনিত জটিলতা কাটিয়ে নিরাপদে দেশে ফিরে এসেছেন। মাঠপর্যায়ে হাইস্কুল-কলেজে সেইফস্টেপ অ্যাপটির প্রচার ও প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে রামরু দেখেছে অ্যাপটি বয়স্কদের তুলনায় কিশোর বা তরুণরা সহজে আয়ত্ব করতে পারছে। ভবিষ্যতে অভিবাসন সম্পর্কিত যে কোন অ্যাপের ব্যপক ব্যবহার বৃদ্ধিতে তরুনদেও ব্যবহার করা যেতে পারে

২.৫ বঙ্গবন্ধু ওয়েজ আর্নার্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা

২০২২ সালের মার্চ মাসে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের কাছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ উদ্বোধন করেছেন বঙ্গবন্ধু ওয়েজ আর্নার্স সেন্টার।[২০] প্রায় ১৪০ কাঠা জমির উপর নির্মিত বিদেশগামী বা বিদেশ থেক ফেরত আসা অভিবাসী কর্মীদের কম খরচে সাময়িক সময় থাকার জন্য ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড এই কেন্দ্রটি তৈরি করেছে। অভিবাসী কর্মীরা এখানে ২০০ টাকায় প্রতি রাত যাপন করতে পারছেন। কেন্দ্রটিতে নারী ও পুরুষ কর্মীদের থাকবার আলাদা ব্যবস্থাসহ বিমান বন্দর থেকে যাওয়া-আসার জন্য গাড়ি এবং এ্যাম্বুলেন্স সেবার সুবিধা রয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রটিতে ৪০ জন পুরুষ ও ১০ জন নারীর জন্য থাকার ব্যবস্থা আছে। স্বল্প মূল্যের খাবারের সুব্যবস্থার সাথে কেন্দ্রে অভিবাসীরা তাদের মূল্যবান মালামাল সংরক্ষনের জন্য সেফ লকার ব্যবহার করতে পারছেন। সেন্টারটিতে অভিবাসী কর্মীদের রি-ইন্টিগ্রেশন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ও করনীয় সম্পর্কেও ব্রিফিং প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও কেন্দ্রে অভিবাসী কর্মীদের জন্য টেলিফোন, ইন্টারনেট এবং ওয়াইফাই এর সুবিধা রয়েছে। সরকারী এই সেন্টার ছাড়াও এয়ারপোর্টের কাছাকাছি বিভিন্ন সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠান যেমন রামরু, ওকাপ, ব্রাক-এর সেইফহোম রয়েছে। এই সমস্ত সেইফহোমে বিনামূল্যে বিদেশ থেকে ফেরত আসা অভিবাসীদের বিশেষ করে অসহায় মহিলা অভিবাসীদের অস্থায়ী আশ্রয়, প্রাথমিক চিকিৎসাসহ বিভিন্নরকমের সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

২.৬ বিদেশে অবস্থানরত অভিবাসী কর্মীর ভোটার নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণ

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ২০২২ সালে বিদেশে থাকা অভিবাসী কর্মীদের ভোটার নিবন্ধন এবং তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান কার্যক্রম হাতে নিচ্ছে।[২১] অনলাইনের মাধ্যমে নিজের পাসপোর্ট ব্যবহার করে রেজিস্ট্রেশন ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র স্ক্যান করে নির্বাচন কমিশনে জমা দেবার মাধ্যমে আবেদন করা যাবে। এমব্যাসির মাধ্যমে বিদেশেই ভেরিফিকেশন শেষ করে অভিবাসী কর্মীরা অনলাইন থেকে জাতীয় পরিচয়পত্র ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারবেন। বিদেশেই তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণ করা হবে।[২২] এই কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদেশে অবস্থানরত অভিবাসীরা শুধুমাত্র ভোটার হবার সুযোগ পাবেন। ভোট দিতে হলে নির্বাচন চলাকালীন সময়ে দেশে এসে স্বশরীরে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত থেকে অভিবাসীকে ভোট দিতে হবে।

২.৭ নতুন শ্রমবাজার

২০২২ সালে নতুন করে মালয়েশিয়া, ইতালি ও গ্রীসে কর্মী নেওয়া শুরু হয়েছে। ২০১৮ থেকে ২০২১ সাল, মোট ৪ বছর বাংলাদেশ থেকে কর্মী গ্রহণ বন্ধ রাখবার পর ২০২২ সালে আগস্ট মাস থেকে মালয়েশিয়া পুনরায় বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মী নেয়া শুরু করেছে। মধ্যপ্রাচ্যেও জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় আগের থেকে অভিবাসী কর্মীর চাহিদা বেড়েছে। ২০২২ সালে বোয়েসেল দক্ষিণ কোরিয়ায় ৫৫০০ দক্ষ অভিবাসী কর্মী প্রেরণ করেছে যা এই বছরের নারী অভিবাসনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিক।[২৩] জুলাই মাস পর্যন্ত পোল্যান্ডে

[20] প্রবাসীদের জন্য বিমানবন্দরের কাছে ২০০ টাকায় হোস্টেল সুবিধা - প্রবাস বার্তা

[21] www.bdservicerules.info

[22] www.bdservicerules.info

[23] স্মরণিকা, আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস, ২০২২।

অভিবাসন করেছেন ১০৩ জন।[২৪] পূর্ব এশিয়ার দেশ জাপানেও শিক্ষানবিস কর্মী যাওয়া শুরু হয়েছে।[২৫] পূর্ব ইউরোপের বাংলাদেশীদের নতুন শ্রমবাজার রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, মলডোবা যেখানে পুরুষ কর্মীর পাশাপাশি নারী কর্মীরও চাহিদা আছে।[২৬] ইমারত নির্মাণ, জাহাজ শিল্প, কৃষিকাজ, কলকারখানা, গার্মেন্টস, বেবি সিটিং ও রেস্তোরাঁয় কর্মী হিসেবে গত দুই বছরে সেখানে দশ হাজারেরও বেশি বাংলাদেশি কর্মী গেছেন।[২৭] চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ থেকে কর্মী পাঠানোর বিষয়ে গ্রিসের সঙ্গে বাংলাদেশের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। এই সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী বৈধভাবে বাংলাদেশের ৪ হাজার কর্মীকে গ্রিস কাজ করার সুযোগ দেবে।[২৮] চলতি বছরের মে মাস পর্যন্ত নতুন শ্রমবাজার আলবেনিয়ায় ৭৯৪ জন বাংলাদেশী কর্মী অভিবাসন করেছেন।[২৯] হংকং লেবার ডিপার্টমেন্ট ও অন্যান্য উৎস থেকে জানা গেছে দেশটিতে প্রয়োজনের তুলনায় প্রায় চল্লিশ হাজার নারী গৃহকর্মীর সংকট রয়েছে। এছাড়া হংকং-এ বয়স্ক লোকের সংখ্যা বেশি হওয়ায় ২/৩ গুণ বেশি মজুরিতে কেয়ারগিভার কাজের ব্যাপক চাহিদা আছে। বাংলাদেশী নারীকর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে এই শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব।[৩০]

২.৮ বাহরাইনে পুনরায় অভিবাসন শুরু

২০১৮ সাল থেকে প্রায় সাড়ে ৪ বছর ভিসা প্রদান বন্ধ থাকবার পর আবার বাংলাদেশি অভিবাসীদের ভিসা দিতে যাচ্ছে বাহরাইন সরকার।[৩১] দীর্ঘসময় ভিসা বন্ধ থাকবার কারণে করোনা মহামারির মধ্যে দেশে ফিরেও অনেক অভিবাসী আটকা পরেছিলেন। ২০২২ সালে বাহরাইন ফিরতে ইচ্ছুক অভিবাসী কর্মীদের নিবন্ধন শুরু হয়। এর প্রেক্ষিতে ৯৬৭ জন বাংলাদেশি নিবন্ধন করলে নিয়োগকর্তার সাড়া পাবার উপর ভিত্তি করে সেখান থেকে ১৬১ জনের নাম চূড়ান্ত করে দূতাবাস প্রকাশ করেছে। যদিও চলতি বছরে বাহরাইন গিয়েছেন মাত্র ১০ জন অভিবাসী কর্মী। তালিকাভুক্ত কর্মীরা নিজেরা আবেদন করতে পারবেন না। তাদের পক্ষে নিয়োগকর্তাকে বাহরাইন সরকারের ই-ভিসার ওয়েবসাইটে ভিসার আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

২.৯ গন্তব্য দেশে অভিবাসীর মৃত্যু

২০১৭ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন গন্তব্য দেশে ১৫৩৬৮ জন বাংলাদেশী নারী ও পুরুষ অভিবাসী মারা গেছেন। গত পাঁচ বছরে শুধুমাত্র কর্মী গ্রহণকারী দেশগুলো থেকে ৫৪৮ জন নারী অভিবাসী কর্মীর মৃতদেহ দেশে ফিরিয়ে এনেছে। বিদেশ থেকে ফিরিয়ে আনা মৃতদেহের সাথে আসা মৃত্যু সনদে অনেক সময়ই অভিবাসী কর্মীদের মৃত্যুর কারণগুলি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়না এবং উল্লেখিত কারণগুলি অনেকক্ষেত্রে কর্মীদের বয়স এবং স্বাস্থ্যের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে না। প্রাপ্ততথ্য অনুযায়ী শুধুমাত্র সৌদি আরবে গত পাঁচ বছরে আত্মহত্যা করে মারা গেছেন ৫০ জন নারী অভিবাসী যাদের গড় বয়স ৩৩ বছর এবং মৃত্যুসনদ অনুযায়ী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৫৪ জন যাদের গড় বয়স ৩৭ বছর। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে সুশীল সমাজের পক্ষ হতে এই বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন। বাংলাদেশসহ অন্যান্য কর্মী প্রেরণকারী দেশগুলোর সরকারদের বিদেশে সন্দেহজনক অস্বাভাবিক মৃত্যুবরণকারী অভিবাসীর মৃতদেহ পুনরায় ময়নাতদন্ত, সময়মতো অভিযোগ জানানো ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আইনি সহায়তা দেবার বিষয়ে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

---

[24] শ্রমবাজারে নতুন হাওয়া - দৈনিক ইনকিলাব

[25] শ্রমবাজারে নতুন হাওয়া বাড়ছে রেমিট্যান্স - দৈনিক ভোরের কাগজ

[26] ibid

[27] ibid

[28] ibid

[29] www.probashi.gov.bd

[30] স্মরণিকা, আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস, ২০২২।

[31] সাড়ে ৪ বছর পর বাংলাদেশিদের ভিসা দিচ্ছে বাহরাইন - দৈনিক যুগান্তর

২.১০ দেশে চাকরীর সুযোগ গ্রহণের চাইতে বিদেশে অভিবাসনের প্রতি ঝোঁক

২০২২ সালের ৯ নভেম্বর কুমিল্লার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (টিটিসি) রামরুর সহযোগিতায় বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থা, চাকরীদাতা প্রতিষ্ঠান, চাকরী প্রত্যাশী, বিদেশ গমনেচ্ছু ও ফিরে আসা অভিবাসী, অভিবাসী পরিবারের সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহণে একটি চাকরী মেলার আয়োজন করা হয়। এই মেলায় সর্বমোট ১০৫০ টি সিভি সংগৃহীত হয় যার ভেতর ১২০ জনকে নির্বাচন করা হয়। কিন্তু দেখা গেল যে, ৩০,০০০ টাকার চাকরীর প্রস্তাব দেবার পরও অভিবাসন প্রত্যাশীরা তা নাকচ করেন এবং বিদেশে অভিবাসন করতে চান বলে জানান এমন কি বিক্রয় প্রতিনিধির চাকরীও গমনেচ্ছু এবং ফেরত আসা অভিবাসীরা প্রত্যাখান করেন।

২.১১ মানবপাচার ও অনিয়মিত অভিবাসন

বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর কতো মানুষ পাচারের শিকার হচ্ছে তার সঠিক কোন তথ্য বা পরিসংখ্যান নেই। তবে অভিবাসন সংস্থাগুলোর তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর গড়ে ৫,০০০ মানুষ বাংলাদেশ থেকে এভাবে উন্নত দেশগুলোয় যাওয়ার চেষ্টা করে। ইউরোপীয় কমিশনের তথ্য অনুযায়ী গত এক দশকে বাংলাদেশ থেকে ইউরোপে প্রবেশ করেছে ৬৫ হাজারের বেশি মানুষ।[৩২] ইউরোপীয় ইউনিয়নের বর্ডার এজেন্সি- ফ্রন্টেক্স প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শুধু গত বছরেই ৮ হাজার ৬৬৭ বাংলাদেশি অবৈধভাবে ইইউভুক্ত দেশগুলোতে এসেছে। এদের মধ্যে আবার ৭ হাজার ৫৭৪ জন কেন্দ্রীয় ভূমধ্যসাগরের রুট দিয়ে আর ৬০৪ জন গিয়েছেন পূর্ব ভূমধ্যসাগর রুট দিয়ে। আরও ৪৩৭ জন বলকান অঞ্চলের স্থলসীমা দিয়ে গেছেন। লিবিয়া থেকে ইতালি যাওয়ার কেন্দ্রীয় ভূমধ্যসাগরের সবচেয়ে বিপজ্জনক রুট দিয়ে যেসব দেশের অভিবাসীরা অভিবাসন করছেন তারমধ্যে ফ্রন্টেক্সের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ।[৩৩] ২০২২ সালের জানুয়ারিতে লিবিয়া থেকে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপ যাওয়ার পথে ঠান্ডায় প্রাণ হারিয়েছিলেন সাত বাংলাদেশি। ওই নৌকায় যাত্রী ছিলেন ২৮৭ জন। তাঁদের মধ্যে ২৭৩ জনই বাংলাদেশি।[৩৪] এবছরের এপ্রিল মাসে ইউরোপে পাড়ি দেওয়ার কালে লিবিয়ার ভূমধ্যসাগর উপকূল থেকে পাঁচ শতাধিক বাংলাদেশিকে আটক করেছে দেশটির পুলিশ।[৩৫]

রোহিঙ্গা শরনার্থীরা এখন মানবপাচার চক্রের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এবছর নভেম্বরেও সমুদ্রপথে মালয়েশিয়ায় পাচারের চেষ্টাকালে কক্সবাজারের টেকনাফে ১১ রোহিঙ্গা নাগরিককে উদ্ধার করেছে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)।[৩৬]

২.১২ অভিবাসন খরচ বৃদ্ধি

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ট্রাফিকিং ইন পারসনস (টিআইপি) রিপোর্ট-২০২২ অনুসারে অভিবাসনের ব্যয় কিছুটা কমলেও বাংলাদেশিদের জন্য অভিবাসনের ব্যয় এখনও দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে সর্বোচ্চ।[৩৭] মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের প্রধান শ্রমবাজার সৌদি আরবে কর্মী যাওয়ার হার বাড়লেও কোনোমতেই অভিবাসন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। সরকারের বেঁধে দেয়া অভিবাসন ব্যয়ের দুই থেকে তিনগুণ বেশি টাকা দিতে হচ্ছে অভিবাসীদের। অতিরিক্ত অভিবাসন ব্যয় হওয়ার কারণে একজন শ্রমিকের বিদেশে যাওয়া খরচের টাকা তুলতেই অন্তত দুই থেকে আড়াই

[32] মানব পাচারে ফেসবুক, টিকটক, ইমোর ব্যবহার বাড়ছে, বাংলাদেশের চিত্র কী - BBC Bangla
[33] বাংলাদেশি অভিবাসীরা ইতালি যেতে কেন অবৈধ পথ বেছে নেয়? - দৈনিক বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড
[34] Mantistic Productions - digital agency
[35] Oonline income group
[36] মালয়েশিয়ায় পাচারের চেষ্টাকালে ১১ রোহিঙ্গা উদ্ধার, গ্রেপ্তার দালাল চক্রের ৪ সদস্য - দৈনিক প্রথম আলো
[37] Migration cost for Bangladeshis still highest in the region: US report - The Financial Express

বছর পরিশ্রম করতে হচ্ছে।[৩৮] মালয়েশিয়ায় কর্মী যাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অংশের খরচ নির্ধারণ করা হয়েছে ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকা। তবে সরকার নির্ধারিত খরচের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি টাকা কর্মীদের খরচ করতে হচ্ছে। আড়াই লাখ থেকে শুরু করে ৪ লাখ টাকা পর্যন্ত নেওয়ার তথ্য রয়েছে একজন কর্মীর কাছ থেকে।[৩৯]

৩. সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

৩.১ জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডিইএমও)

বর্তমানে বিএমইটি'র অধীনে ৪২টি জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস এবং ৪টি বিভাগীয় কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই ৪২টি জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিসের মাধ্যমে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেবা,সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম এবং অনলাইন নিবন্ধনের সেবা চালু আছে। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রংপুর, পাবনা, যশোর, সিলেট, গোপালগঞ্জ এই ৭টি জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিসের মাধ্যমে স্মার্ট কার্ড সেবা এবং ১১ টি ডিইএমও এর মাধ্যমে প্রি ডিপার্চার ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হচ্ছে।[৪০] এছাড়া ২২ টি জেলায় জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস পরিচালনার জন্য লোকবল সহ সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। এবছর সরকার প্রবাসীদের জন্য সেবাগুলোকে আরো সহজ করতে "আমি প্রবাসী" অ্যাপস এর মাধ্যমে ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স দেওয়ার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। অভিবাসন সংক্রান্ত বিরোধ নিরসনে বিএমইটি'র সালিশ কার্যক্রমের বিকেন্দ্রিকরণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নরসিংদী জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস (ডিইএমও) এ সালিশ কার্যক্রম চালু করার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.২ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)

সরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় তৃণমূল পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সুবিধার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৪১] এর আওতায় বিএমইটির অধীনে দেশে দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও রফতানির উদ্দেশ্যে এবছর ২৪টি নতুন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) তৈরী হয়েছে এবং ১৫টির নির্মাণ চলছে। জেলা পর্যায়ে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পাশাপাশি দেশের সকল উপজেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপণের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
তবে ট্রেনিং সেন্টারগুলো সরকারের উন্নয়ন বাজেট থেকে তৈরি করা হলেও মান সম্মত প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে ট্রেনিং সেন্টারগুলো পরিচালনার জন্য যথেষ্ঠ বাজেট বরাদ্দ থাকেনা। সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার অংশীদারিত্বে ট্রেনিং কার্যক্রম পরিচালনা করলে তা আরো বেশী ফলপ্রসূ হবে। তাহলে অভিবাসীদের দক্ষতার মান বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি সুযোগ তৈরী হবে।

বর্তমানে ৪১টি টিটিসিতে ভাষা কোর্স চালু রয়েছে; যার মধ্যে ৩০টি টিটিসিতে জাপানি ভাষা, ৭টি টিটিসিতে জাপানিজ কেয়ার গিভার, ১১টি টিটিসিতে ইংরেজি ভাষা, ১৮টি টিটিসিতে কোরিয়ান ভাষা, ২টি টিটিসিতে চাইনিজ (ক্যান্টনিজ) এবং ১টি টিটিসিতে চাইনিজ (ম্যান্ডারিন) ভাষা শেখানো হয়। প্রশিক্ষণকে আন্তর্জাতিক সনদায়নের আওতায় নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ হিসেবে ৪ টি টিটিসি তে যুক্তরাজ্যভিত্তিক সনদায়ন সংস্থা 'সিটি অ্যান্ড গিল্ডস'-এর আওতায় ইলেকট্রনিক্স, হোটেল, হাউজকিপিং ও শেফ/কুকারি কোর্স পরিচালিত হচ্ছে। [৪২] ৪৩টি টিটিসিতে হাউজকিপিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং উক্ত প্রশিক্ষণের মেয়াদ ১ মাস থেকে বৃদ্ধি

[38] সৌদিগামীদের অভিবাসন ব্যয়ের টাকা তুলতেই দুই বছর পার - দৈনিক নয়া দিগন্ত
[39] না বুঝে ফাঁদে পা দিচ্ছেন মালয়েশিয়া গমনেচ্ছুরা - Dhaka Post
[40] www.bmet.portal.gov.bd
[41] নতুন ২৪ টিটিসি উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী - দৈনিক বাংলা ট্রিবিউন
[42] Ibid

করে ২ মাস করা হয়েছে। ৩টি টিটিসিতে হেভি ইকুইপমেন্ট অপারেশন(ক্রেন, রোপ রোলার, ফরক লিফ্ট) কোর্স, ৪ টি টিটিসিতে হসপিটালিটি কোর্স চালু করেছে এবং ৬৪ টি টিটিসিতে অধিক কর্মসংস্থান বান্ধব ড্রাইভিং কোর্স (ড্রাইভিং, অটোমোবাইল, আরবি এবং ইংরেজি ভাষা সহ) চালু করা হয়েছে।[৪৩] কোভিড অভিঘাতে ফেরত আসা অভিজ্ঞ কর্মীগণকে বিএমইটি বর্তমানে ৪৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে সম্পূর্ণ সরকারি খরচে *'রিকগনিশন অব প্রাইওর লার্নিং'*(আরপিএল) সনদ প্রদান করছে।[৪৪]

৩.৩ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

২০২২ সালের ৩৮৩ জন আহত ও অসুস্থ অভিবাসী কর্মীর ফেরত আনয়ন ও চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে বোর্ড ৩,০০,৬০,০০০ টাকা প্রদান করেছে। বিগত ২০২১ সালে বোর্ড ২৪৭ জন অভিবাসী কর্মীকে ২,০১,৯০,০০০ টাকা প্রদান করেছিল। ২০১০ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত এ যাবৎ বোর্ড ১৪৮২ জন অভিবাসী কর্মীকে সর্বমোট ১৪,১৯,০০,০০০ টাকা প্রদান করেছে।

২০২২ সালে মোট ৩৮৬০ জন অভিবাসীর কর্মীর মরদেহ দেশে ফেরত আনা হয়েছে এবং এসব মরদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ বোর্ড অভিবাসীর পরিবারকে মোট ১৩,৫১,০০,০০০ টাকা প্রদান করেছে । বিগত ২০২১ সালে দেশে মোট ৩,৮০৩ টি মরদেহ ফেরত এসেছিল এবং সেসব মরদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ মোট প্রদান করা হয়েছিল ১৩,৩১,১০,০০০ টাকা। ১৯৯৩ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত মোট ৪৭,১৪১ টি মরদেহের পরিবহন ও দাফন বাবদ বোর্ড সর্বমোট প্রদান করেছে ১৪৯,৬৮,০০,০০০ টাকা।[৪৫]

২০২২ সালে ৬,১১৪ জন মৃত অভিবাসীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান হিসেবে ১৮১,৬৯,৩০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। বিগত ২০২১ সালে ৬,৫৭৫ জন মৃত অভিবাসীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান হিসেবে ১৯৫,৬৬,০০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছিল। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৪৭,৩৩৩ জন মৃত অভিবাসীর পরিবারকে বোর্ড প্রদান করেছে ১২৮২,৪০,০০,০০০ টাকা।[৪৬]

বছরভিত্তিক মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ, নিয়মিত বকেয়া, বীমা, সার্ভিস বেনিফিট হিসেবে ২০২২ সাল পর্যন্ত বোর্ড ১১৪২ জন অভিবাসীর বিপরীতে বিতরণ করেছে ৭৩,৩৮,৪০,০০০ টাকা। বিগত ২০২১ সালে এ বাবদ ১,৩০৬ জন অভিবাসীর বিপরীতে বোর্ড বিতরণ করেছিল ৭৭,৯৫,৫০,০০০ টাকা। ১৯৭৭ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত বোর্ড এ বাবদ ২২,০৮৩ জন অভিবাসীর বিপরীতে বোর্ড বিতরণ করেছে ৮২৪,৮৮,৩০,০০০ টাকা।[৪৭]

অভিবাসী কর্মীর সন্তানদের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ষষ্ঠ থেকে স্নাতক শেষ বর্ষ পর্যন্ত শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে থাকে। ২০২২ সাল নভেম্বর পর্যন্ত বোর্ড অভিবাসী কর্মীদের ৪৪৫০ জন সন্তানকে ৯,৮৫,০২,০০০ টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করেছে।[৪৮] বিগত ২০২১ সালে এ বাবদ ২০৩১ জনকে শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ করেছিল ৩,০৯,৩৪,০০০ টাকা। ২০১২ সাল থেকে ২০২২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত বোর্ড এ বাবদ ২২,০৫৬ জন অভিবাসীর অভিবাসী কর্মীর সন্তানদের বিতরণ করেছে ৩৬,৮৪,৫১,০০০টাকা।[৪৯]

---

[43] Dr. Md Nurul Islam

[45] www.wewb.gov.bd

[46] www.wewb.gov.bd

[47] ibid

[48] ibid

[49] ibid

২০২২ সালে ডায়াসপোরা মেম্বরশিপের জন্য নিবন্ধন করেছেন ৪৬,১৬০ জন। বিগত ২০২১ সালে নিবন্ধন করেছিলেন ৪৫,৭৬৪ জন। ২০১৭ সালের জুন থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ডায়াসপোরা মেম্বরশিপের জন্য নিবন্ধন করেছেন ১,৪৩,৪৬৭জন।[৫০]

৩.৪ শ্রম কল্যাণ উইং

বর্তমানে ২৮টি দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ মোট ৩০টি শ্রম কল্যাণ উইং বিদেশে অবস্থানরত অভিবাসী কর্মীদের সেবা দেবার জন্য কাজ করছে। তারা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর মাধ্যমে দেশে ফেরত আসা অভিবাসী কর্মীদেরও সেবা প্রদান করে। শ্রম কল্যাণ উইং এর প্রধান দায়িত্ব অভিবাসী কর্মীদের অধিকার সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদান করা। শ্রম কল্যাণ উইং এর মাধ্যমে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড বিভিন্ন আদালতে মামলা পরিচালনায় আইনগত সহায়তা প্রদান, ক্ষতিপূরণ আদায়, বকেয়া এবং অন্যান্য বেনিফিট, মৃতদেহ আনয়ন, পালিয়ে আসা নারী কর্মীদের জন্য সেইফ হোম পরিচালনা করে।

৩.৫ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক মোট ১৭,০২৩ জনকে ৩৬৭.৯৮ কোটি টাকা অভিবাসন, পুনর্বাসন, বিশেষ পুনর্বাসন, বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ, নারী অভিবাসন, নারী পুনর্বাসন এবং আত্মকর্মসংস্থানমূলক ঋণ প্রদান করেছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট আদায় করেছে ২৩৩.৯৫ কোটি টাকা। বিগত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ৩৯,২২৫ জনকে ৯০০.২২ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক।[৫১]

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত অভিবাসন ঋণ বাবদ ১৪,৩৬৬ জনকে ২৯৪.০১ কোটি টাকা বিতরণ হয়েছে। পুনর্বাসন ঋণ বাবদ ১,২০১ জনকে ৩৩.৭৮ কোটি টাকা বিতরণ করেছে ।[৫২] নারী অভিবাসন ঋণ বাবদ ৪৬ জনকে ০.৭৮ কোটি টাকা এবং নারী পুনর্বাসন ঋণ বাবদ ১৪ জনকে ০.৩৬ কোটি টাকা টাকা বিতরণ করেছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ২০২২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ফেরত আসা ৩৭৪ জন অভিবাসীকে বিশেষ পুনর্বাসন ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১০.৫২ কোটি টাকা, বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ বাবদ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ৫৮২ জনকে ১৬.৩৫ কোটি টাকা এবং আত্মকর্মসংস্থানমূলক ঋণ বাবদ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ৪৪০ জনকে ১২.১৮ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। এই ব্যাংক থেকে ২০১১-২০১২ অর্থবছর থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২০২২ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ১,১০,৫৬৪ জনকে মোট ২০৫১.৮০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এবং এর বিপরীতে মোট সংগৃহীত হয়েছে ৯৩৯.৪০ কোটি টাকা।

ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদ সালে 'বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ'-এর সর্বোচ্চ সীমা ১০ লক্ষ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করেছে এবং উক্ত ঋণের প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, আকার ও সম্ভাব্য সুদ এবং ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা বিবেচনা করে ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ০৫ বছর থেকে ১০ বছরে উন্নীত করেছে। বর্তমানে সারাদেশে ব্যাংকটির ১০১ টি শাখা চালু রয়েছে।[৫৩] প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশ ফেরত কর্মীদের ঋণ বিতরণে নানা রকম চ্যালেঞ্জ আছে। বিদেশ ফেরত কর্মীদের জন্য গৃহীত ঋণ প্রকল্পগুলোকে লিঙ্গবান্ধব করা

[50] ibid
[51] প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত তথ্য
[52] ibid
[53] স্বপ্নডানা-পেজ ৩২

প্রয়োজন। বরাদ্দকৃত ঋণের অর্থ ছাড়ে নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে ব্যাংকটি। ঋণ সেবা, এজেন্ট ব্যাংকিং, বিদেশ ফেরত নারী কর্মীদের জন্য বিশেষ ঋণ প্যাকেজ তৈরি করা প্রয়োজন।[৫৪]

৩.৬ বোয়েসেল

২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বোয়েসেল দক্ষিন কোরিয়া, জর্ডান, হংকং ও সিসেলস্, মরিশাস, জাপান, কুয়েত, ক্রোয়েশিয়া, মালয়েশিয়া -এ ১৮,৫৯৩ জন অভিবাসী কর্মী প্রেরণ করেছে।[৫৫] যা এ বছর মোট অভিবাসী কর্মী প্রেরণের ২%। এবছর বোয়েসেল থেকে জর্ডানে ১১,৬৮৮ জন এবং দক্ষিন কোরিয়াতেই ৫,৮৯১ দক্ষ অভিবাসী কর্মী গমন করেছেন। বোয়েসেল এ যাবত প্রায় ৩২ টি দেশে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার দক্ষ, আধাদক্ষ ও স্বল্পদক্ষ অভিবাসী কর্মী প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছে। [৫৬] ২০০৮ সাল থেকে বোয়েসেল ইপিএস কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে বিশেষ সফলতা অর্জন করেছে।

৩.৭ অভিযোগ

প্রতারিত অভিবাসীদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিএমইটি অনলাইন ও সরেজমিন (ম্যানুয়াল) অভিযোগ গ্রহণ করে থাকে। ২০২২ সাল পর্যন্ত মোট ১২৪০ টি অভিযোগ গ্রহন করেছে এবং ৩৩৯ টি কেস নিষ্পত্তি করে ১,৬০,১৮,৭০০ টাকা আদায় করে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মী এবং তাদের পরিবারকে প্রদান করেছে। [৫৭] ২০২১ সালে মোট ৫২৮টি অভিযোগ বিএমইটিতে দাখিল হয়েছিল।

৩.৮ রিক্রুটিং এজেন্সি

২০২২ সাল পর্যন্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্সির সংখ্যা ১৫৮০টি।[৫৮] যার মধ্যে সৌদি আরবে নারী কর্মী প্রেরণকারী রিক্রুটিং এজেন্সির সংখ্যা ৬০৬টি।[৫৯] অভিযোগ ও তদন্তের প্রেক্ষিতে বিএমইটি কর্তৃক লাইসেন্স স্থগিত রয়েছে ৩৪০টি রিক্রুটিং এজেন্সির এবং লাইসেন্স বাতিল হয়েছে ৫১টি এজেন্সির।[৬০] এবছর রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহ ব্যবস্থাপনার জন্য অনলাইন রিক্রুটিং এজেন্সিস ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (আরএআইএমএস) চালু করেছে মন্ত্রনালয়। অভিবাসন ব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দালালদের ভূমিকাকে স্বীকৃতি প্রদান করে তাদের আইনগত কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করতে রামরু আরও কিছু সিভিল সমাজের প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ দিনের এডভোকেসির মাধ্যমে মধ্যস্বত্বভোগীদের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করতে সম্ভাব্য দুটি পদ্ধতি সরকারের কাছে রামরু তুলে ধরে। বর্তমানে মধ্যস্বত্বভোগীদের লিগাল ফেমওয়ার্কে আনার উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

৪. অভিবাসন সংক্রান্ত আইন এবং নীতি পরিবর্তন

৪.১ অষ্টম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনার কর্ম পরিকল্পনা

২০২২ সালে অষ্টম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আই এল ও এর সহযোগিতায় একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। এই কর্ম পরিকল্পনাটি অভিবাসী কর্মীদের উন্নয়ন এবং প্রবাসে কর্মসংস্থান এর ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি বদলের উদ্দেশ্যে ১০ টি এজেন্ডাকে কেন্দ্র করে গঠন করা হয়েছে। এই কর্মপরিকল্পনায় প্রতিটি

[54] রামরু ও সিপিডি'র স্টাডি
[55] বোয়েসেল থেকে প্রাপ্ত তথ্য
[56] বায়েসেল চঅএউ- ৩২
[57] Shopnodana, Internationa Migrants Day 2022, pg- 27
[58] www.bmet.gov.bd
[59] www.bmet.gov.bd
[60] www.bmet.gov.bd

এজেন্ডার গুরুত্ব অনুযায়ী নির্দিষ্ট লক্ষ্য, লক্ষ্য অর্জনের সময়সীমা, কাজের বর্তমান অগ্রগতি কার্যক্রম এবং দায়িত্বশীল এজেন্সির নাম নির্ধারণ করা হয়েছে। এই কর্ম পরিকল্পনাটি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর কাছ হতে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং বর্তমানে প্রকাশ হবার অপেক্ষায় আছে।

৪.২ অভিবাসী কর্মীদের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় পুনঃএকত্রীকরণ নীতিমালার খসড়া তৈরি

২০২২ সালে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ফিরে আসা অভিবাসী কর্মীদের পুনঃএকত্রীকরণ এর জন্য একটি নীতিমালার খসড়া তৈরি করে। খসড়াটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহের মন্ড়ব্য এবং পরামর্শের অনুরুপে কয়েক দফায় সংশোধন করা হয়েছে। এই খসড়া নীতিমালাটি অভিবাসী কর্মীদের উন্নয়ন, অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সুরক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। নীতিমালাটিতে অংশীজনদের সম্পৃক্ততা এবং এর কার্যকরী বাস্তবায়নের জন্য সরকার এবং সুশীল সমাজ উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি আমলে নিয়ে খসড়াটি গঠন করা হয়েছে। ফেরত আসা অভিবাসী কর্মীদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য একটি ডাটাবেস তৈরি এবং তাদের জন্য 'ওয়ান স্টপ সেন্টার', সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষাসহ তাদের সামাজিক পুনঃএকত্রীকরণ, সক্রিয় শ্রমবাজার নীতিকে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের অর্থনৈতিক পুনঃএকত্রীকরণ, ফিরে আসা অভিবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিতকরণ এবং পুনঃএকত্রীকরণ প্রক্রিয়ার কার্যকর সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা- এই ৫টি ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে মূল নীতির খসড়াটি গঠন করা হয়েছে।

৪.৩ বিদেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা ২০২২ (সংশোধিত)

বিদেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ড় নীতিমালা, ২০১৯-এর কিছু অনু"ছদ সংশোধন ও সংযোজন করে নতুন করে ২০২১-এর নভেম্বর মাসে একটি খসড়া প্রণয়ন করে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। সংশোধিত নীতিমালায় স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মেডিকেল সেন্টার তালিকাভূক্তকরণ, তালিকাভুক্ত হবার যোগ্যতা, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, তালিকাভুক্ত করবার জন্য ৮ সদস্যের বাছাই কমিটি এবং এই সমস্ত মেডিকেল সেন্টার তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন এবং তাদের দায়িত্ব, তালিকাভূক্ত মেডিকেল সেন্টার কর্তৃক সংঘটিত অনিয়ম ও তার প্রতিকার, মেডিকেল সেন্টার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য আবেদন ফর্ম এর মতো বিষয়াদি সংযোজিত হয়েছে।[৬১] ২০২১ সালের খসড়া নীতিমালায় সুশীল সমাজ বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছিল। তবে সংশোধিত নীতিমালায় এইসমস্ত সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

৪.৪ অনিয়মিত, আনডকুমেন্টেড, দুঃস্থ এবং প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীর মরদেহ পরিবহন ব্যয় সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২২

বিদেশ থেকে মৃতকর্মীর মরদেহ দেশে পরিবহন ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ এবং প্রায়শঃই নিয়োগকর্তার অসামর্থ্যতা ও অপারগতার কারণে বা মৃত কর্মী অনিয়মিত হওয়ায় মরদেহ দেশে আনা সম্ভব হয় না। ২০২২ সালে বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীর মরদেহ দ্রুত দেশে আনার লক্ষ্যে সরকার একটি নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করে।[৬২] এই নীতিমালার অধীনে বিদেশে অনিয়মিত হয়ে পরা অভিবাসী কর্মী বিদেশে মৃত্যুবরণ করেছেন বা অনিয়মিত, ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বা অভিবাসনকালে বা পাচারের শিকার হয়ে বিদেশে মৃত্যুবরণ করেছেন; তাদের মরদেহ দেশে আনয়ন করতে বাংলাদেশ সরকার এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ সহায়তা করবে। তবে এক্ষেত্রে বাংলাদেশ মিশন বা শ্রম কল্যাণ উইং মরদেহের জাতীয়তা ও সহায়তা প্রাপ্যতার বিষয়টি নিশ্চিত করবে। নীতিমালাটিতে মৃত অভিবাসীর মরদেহ আনয়নের জন্য আবেদনের প্রক্রিয়া, বাংলাদেশ মিশন বা শ্রম কল্যাণ উইং, জেলা কর্মসংস্থান অফিস, বিমানবন্দরস্থ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের এবং মন্ত্রণালয়ের এর করনীয় সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে।

[61] www.dpp.gov.bd
[62] www.probashi.gov.bd

৪.৫ বিএমইটির প্রশিক্ষণ নির্দেশমালা ২০২২

২০২২ সালে বিএমইটির আওতাধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে কার্যকর ও দক্ষ প্রশিক্ষণ প্রদানকল্পে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এর ধারা ৪৭ এবং 'এলোকেশন অব বিজনেস' এর বিধানের অধীনে একটি নির্দেশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।[৬৩] বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এর ধারা ৪৭ এবং 'এলোকেশন অব বিজনেস' এর বিধানের অধীনে একটি নির্দেশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। নির্দেশমালাটিতে প্রশিক্ষণের জন্য পেশা ও বিদেশী ভাষা নির্বাচন, প্রশিক্ষণের বিষয়, সিলেবাস ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি আলোচনা ও চূড়ান্তকরণ, প্রশিক্ষক নিয়োগ ও আমন্ত্রণ, শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণের সিলেবাস গঠন, প্রশিক্ষণের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও মূল্যায়ন, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ, প্রাক-বহির্গমন অরিয়েন্টেশন, সনদায়ন, দক্ষতা সনদ সামঞ্জস্যকরণ ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই নির্দেশমালার অধীনে বিএমইটি সকল প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মীর তথ্য নিয়ে দক্ষতার তথ্যভান্ডার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করার নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

৪.৬ অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনায় জাতীয় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

বিশ্ব ব্যাংকের গ্রাউন্ডসওয়েল রিপোর্ট, ২০২১ এর তথ্য অনুযায়ী ২০৫০ সাল নাগাদ কৃষি ও খাওয়ার পানির উপর জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিসহ বিবিন্ন দীর্ঘমেয়াদি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় ২১৬ মিলিয়ন মানুষ অভ্যন্তরীণ ভাবে অভিবাসন করতে পারে[৬৪] । এই রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার ভেতরেই অভ্যন্তরীণ অভিবাসন করবেন ৪০ মিলিয়ন মানুষ যার ভেতরে শুধুমাত্র বাংলাদেশেই বাস্তুচ্যুত হবেন ১৯ মিলিয়ন মানুষ ।এই চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করতে বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ২০২১ সালে গ্রহণ করা অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের ২৭টি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ, উন্নয়ন সহযোগী এবং এনজিও সম্পৃক্ত করে ২০ বছর মেয়াদী একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা সম্প্রতি প্রণয়ন করেছে। কর্মপরিকল্পনাটিতে ২০২২ থেকে আগামী ২০৪২ সাল পর্যন্ত সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলো বিশদ আকারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। জাতীয় কৌশলপত্রের বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মকাঠামোর আলোকে প্রনীত কর্মপরিকল্পনাটি সাজানো হয়েছে। বাস্তুচ্যুতি রোধে কমিউনিটির দুর্যোগের বিপদাপন্নতা কমানো ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির জন্য অভিযোজন বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া দুর্যোগ ও জলবায়ুর সম্ভাব্য বিপদাপন্নতা রোধে অভিযোজনের কৌশল হিসেবে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ অভিবাসনকে সহজতর করতে জেলা ও উপজেলাকেন্দ্রিক বিভিন্ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পানাটি রেমিটেন্সের সদ্ব্যবহারের জন্য এনজিও ও সিভিল সোসাইটি সংস্থগুলোর সহযোগীতায় পরিবারগুলোর মাঝে সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমকে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। নগর উন্নয়ন কেন্দ্রের বিকেন্দ্রীকরণ উৎসাহের মাধ্যমে নতুন ও আধাশহরগুলোতে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষদের উদ্যোক্তা হয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা পরিচালনার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও কার্যক্রম পরিকল্পনায় করা হয়েছে।

৪.৭ মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০২২ প্রণয়ন

২০২২ সালে বাংলাদেশ সরকার সকল ধরণের মানব পাচার বিরোধী কর্মকাে্র রূপরেখা দিয়ে মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০২২ প্রণয়ন করেছে। এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ এর কারণে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের মানবপাচার সংক্রান্ড় বিশ্ব প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অবস্থান এখন দ্বিতীয় স্তরে। মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০২২ এই বছর শেষ হয়ে গেলেও নতুন করে পরিকল্পনা গ্রহণের বদলে এই পরিকল্পনাটিকেই বাস্তবায়নের

[63] www.probashi.gov.bd

[64] Key Highlights: Country Climate and Development Report for Bangladesh - World Bank

সময়কাল ২০২৫ পর্যন্ত বাড়ানো হবে। এর মাধ্যমে ২০২৬ সাল থেকে এই কর্মপরিকল্পনাকেই জাতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যাবে।[৬৫]

৫. আন্তর্জাতিক আইনে অভিবাসীর সুরক্ষা

৫.১ আন্তর্জাতিক অভিবাসন পর্যালোচনা ফোরাম (আই এম আর এফ)

নিরাপদ, সুশৃঙ্খল এবং নিয়মিত অভিবাসনের উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি গেণ্ঢাবাল কমপ্যাক্টে অন মাইগ্রেশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এর ১৬৩টি সদস্য রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে কমপ্যাক্টের সমস্ত দিক বাস্তবায়নের কাজ ভাগ এবং অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করার জন্য আন্তর্জাতিক অভিবাসন পর্যালোচনা ফোরাম বা আই এম আর এফ একটি প্রাথমিক আন্তঃসরকারি ও আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করবে। ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশন রিভিউ ফোরামের প্রতিটি সংস্করণের ফলে একটি আন্তঃসরকারিভাবে সম্মত অগ্রগতি ঘোষণা আসবে।[৬৬] এই রিভিউ ফোরাম ২০২২ সাল থেকে শুরু করে প্রতি চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হবে। মে মাসের ১৭ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দফতরে ২০২২ সালে প্রথম ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশন রিভিউ ফোরাম (আই এম আর এফ) অনুষ্ঠিত হয়। এখানে সমস্ত সদস্য রাষ্ট্র, অংশীজন প্রতিনিধি এবং জাতিসংঘ এজেন্সি অংশগ্রহণ করে এবং কম্প্যাক্ট এর সাথে সম্পর্কিত টেকসই উন্নয়নের ২০৩০ এর এজেন্ডা নিয়েও আলোচনা হয়। চারটি ইন্টারেক্টিভ মাল্টি-স্টেকহোল্ডার রাউন্ড টেবিল, একটি নীতি সংলাপ এবং একটি প্লেনারি নিয়ে ফোরামটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৮ সালে কম্প্যাক্ট তৈরির পর জিসিএম বাস্তবায়নে সফলতা উদযাপন করার এবং এর প্রতিবন্ধকতাগুলো আলোচনা করার প্রথম সুযোগ ছিল এই ফোরামটি । ফোরামের শুরু হবার আগে অংশীজনদের সাথে একটি অনানুষ্ঠানিক শুনানি অনুষ্ঠিত হয় যেখানে, ২০২১ সালের স্থানীয়, জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা থেকে সংগৃহীত মতামত ফোরামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফোরামের অগ্রগতি ঘোষণাপত্রে জলবায়ু পরিবর্তনকে অভিবাসনের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাস্তুচ্যুতদের জন্য কোন নতুন নির্দেশনা যুক্ত করা হয়নি।[৬৭] জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মোকাবেলা করবার বিষয়টি রাষ্ট্রের এজেন্ডায় থাকবার ব্যাপারটি সীমিতভাবে এই ঘোষণাপত্রে উঠে এসেছে।

৫.২ কপ-২৭ এবং অভিবাসন

মিশরের শারম-আল-শেখ এ ২০২২ সালের ৬ থেকে ১৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় কপ-২৭ বা জলবায়ু সম্মেলন। এবারের সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বদলে যাওয়া পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে ক্ষয়ক্ষতির (Loss and Damage) বিষয়টি। লস অ্যান্ড ড্যামেজ চুক্তির সংজ্ঞা, চুক্তির আওতায় ধনী দেশগুলোর কে কী পরিমাণ ক্ষতিপূরণ কীভাবে দেবে এবং ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোর মধ্যে কারা কী পরিমাণ পাবে এবং কীভাবে পাবে সেই বিষয়ে আলোচনা হয়। অভ্যন্তরীন স্থানচ্যুতি এবং অভিবাসনকে এক ধরনের লস এন্ড ড্যামেজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কপ-২৭ এর মূল সম্মেলন ছাড়াও এর সাথে হওয়া সাইড-ইভেন্টে জলবায়ু প্রভাবিত অভিবাসন এবং স্থানচ্যুতির ব্যাপারে অধিকতর পদক্ষেপ নেবার বিষয়টির উপরও গুরুত্ব আরোপ করে বাংলাদেশ সরকার।[৬৮]

---

[65] www.bnfe.gov.bd

[66] First United Nations Forum on International Migration Concludes Today - IOM

[67] The First International Migration Review Forum: Progress on Climate Migration? - Refugees International

[68] জলবায়ু পরিবর্তন: গণ-অভিবাসন হ্রাসে সংঘবদ্ধ পদক্ষেপের আহ্বান - বার্তা ২৪

৫.৩ কলম্বো প্রসেস থিমেটিক এরিয়া ওয়ার্কিং গ্রুপ মিটিং

কলম্বো প্রসেস বারোটি দেশের আঞ্চলিক পরামর্শমূলক প্রক্রিয়া যা তার সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে নিরাপদ সুশৃঙ্খল এবং মর্যাদাপূর্ণ উপায়ে শ্রম অভিবাসন পরিচালনা করতে সহায়তা করে এবং অভিবাসনক্ষেত্রে নতুন নীতি তৈরি ও বিকাশ এবং একই সাথে জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য সহায়তা, জ্ঞান বিনিময় ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাহায্য করে। বাংলাদেশ নৈতিক নিয়োগ চর্চাকে উৎসাহিত করবার উদ্দেশ্যে ২০২২ সালের আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত অষ্টম ও নবম কলম্বো প্রসেস থিমেটিক এরিয়া ওয়ার্কিং গ্রুপের সভায় সভাপতিত্ব করে। নৈতিক নিয়োগ চালু করবার অংশ হিসেবে, বাংলাদেশ সরকার বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ সংশোধন করেছেএবং সাব-এজেন্টদের নিয়মিতকরণের জন্য এই আইনে স্থান তৈরি করেছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, পার্লামেন্টারি ককাস এবং বিএমইটি-র সামনে রামরু সাব-এজেন্ট নিবন্ধনের জন্য তার তৈরী তিনটি মডেল উপস্থাপন করে । থিমেটিক ওয়ার্কিং গ্রুপের এই সভার আগে বাংলাদেশ সরকারের কাছেও সাব-এজেন্ট নিয়মিতকরণের উদ্দেশ্যে এই মডেলগুলো রামরু প্রদান করে। তিনটি মডেলেই প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পক্ষে বিএমইটি'ই মূল নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ হিসেবে আছে। প্রথম মডেলটি রিক্রুটিং এজেন্সি কর্তৃক মনোনীত সাব-এজেন্টদের বিএমইটি দ্বারা নিবন্ধিকরণের, দ্বিতীয় মডেলটি জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডেমো) কর্তৃক আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ শেষে বিএমইটি কর্তৃক নিবন্ধিকরণের এবং তৃতীয় মডেলটি বায়রা কর্তৃক মনোনীত সাব-এজেন্টদের বিএমইটি দ্বারা নিবন্ধিকরণের।[৬৯]

৫.৪ আবু-ধাবি ডায়ালগের উচ্চ পর্যায়ের সভা

আবুধাবি ডায়ালগের (এডিডি) সদস্য- ষোলটি শ্রমিক প্রেরণকারী ও শ্রমিক গ্রহণকারী দেশ ২০২২ সালে পাকিস্তানের সভাপতিত্বে উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকে অংশ নিয়েছে। এই সভায় বেসরকারি খাত এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার অনেক বিশেষজ্ঞ এবং প্রতিনিধি যোগ দেয়। ২০২৩ সালে দুবাই এডিডি এর সপ্তম মন্ত্রী পর্যায়ের সভা আয়োজন করবে যেখানে সাতটি শ্রমিক গ্রহণকারী দেশ এবং নয়টি শ্রমিক প্রেরণকারী দেশ অংশগ্রহণ করবে।[৭০] আসন্ন এই সভা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা করা হয়। বৈঠকে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে শ্রমবাজার পরিচালনা করতে সক্ষম করা এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে শ্রমিকদের কল্যাণ বাড়ানো, গৃহকর্মীর মজুরি সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মজুরি সুরক্ষা ব্যবস্থার ছাতা প্রসারিত করা, বিকল্পগুলি এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের মূল্যায়ন, ব্যাংকিং পরিষেবা সহজতর করা সহ বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও এডিডির সদস্য রাষ্ট্রগুলিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গৃহকর্মীসহ অস্থায়ী কর্মীদের নিরাপদ স্থানান্তর, স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত তথ্যে কর্মীদের প্রবেশাধিকার সহজ উন্নত করা, উতস এবং গন্তব্য দেশগুলির মধ্যে দক্ষতা স্থানান্তরকে সহজতর করা এবং কিভাবে ভবিষ্যতে সফল দক্ষতা অংশীদারিত্ব তৈরি করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। বৈঠকের আলোচনায় দক্ষতা-ভিত্তিক অংশীদারিত্বের জন্য নির্দেশিকা খুঁজে বের করা, শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, নিয়োগ ও কর্মসংস্থানকে উন্নীত করার জন্য নীতির কাঠামোতে লিঙ্গ ধারণাকে যুক্ত করা এবং চাহিদাসম্পন্ন সেক্টরগুলিতে কাজ করার জন্য উচ্চহারে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুবিধা করবার বিষয়গুলো আলোহিত হয়।

৫.৫ সৌদি আরবে নারী অভিবাসী গৃহকর্মীদের জন্য আইনের পরিবর্তন

সৌদি আরব সরকার সেখানকার নারী গৃহকর্মীদের জন্য ভিশন ২০৩০ এর আওতায় আইন সংস্কার করেছে।[৭১] নতুন আইন অনুযায়ী নারী গৃহকর্মীরা চাকুরীদাতার অনুমতি ছাড়াই চাকরি পরিবর্তন করতে পারবেন। তাছাড়া কর্মীর কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করতে চাইলে নিয়োগকর্তাকে অবশ্যই কর্মীর অনুমতি নিতে হবে। নিয়োগকর্তা যদি কর্মীর অনুমতি ছাড়া কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করে এবং চাকরির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে চাকরিচ্যুত বা চুক্তি

[69] www.rmmru.org
[70] Abu Dhabi Dialogue: Officials discuss enhancing temporary employment contracts between countries - Emirates News Agency - WAM
[71] সৌদি আরবে নারী গৃহকর্মীদের জন্য আইনের পরিবর্তন - প্রাবাসবার্তা

বাতিল করে তবে নিয়োগকর্তাকে শাস্তির আওতায় আনা হবে। এই আইনের আওতায় কর্মীকে সময়মত বেতন ভাতা না দিলে বা বিপদজনক কাজ করালে নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগের সুযোগ রয়েছে।

৬. সুশীল সমাজের উদ্যোগ

বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি ফর মাইগ্রেন্টস (বিসিএসএম)

অভিবাসন বিষয়ে নাগরিক সমাজের অগ্রজ প্লাটফর্ম বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি ফর মাইগ্রেন্টস (বিসিএসএম) স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ২০২২ সালে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নিয়মিত পথে অভিবাসন সত্ত্বেও বিভিন্নরকমের নির্যাতনের শিকার হওয়া ২৬ জন অভিবাসীকে কিরগিজস্তান, দুবাই, সৌদি আরব থেকে ফিরিয়ে আনবার জন্য বিএমইটি ও ওয়েজ আরনারস ওয়েলফেয়ার বোর্ড এর কাছে আবেদন করে বিসিএসএম। একইসাথে এসমস্ত অভিবাসীদের দুরবস্থার জন্য দায়ী রিক্রুটিং এজেন্সিকে বিচারের আওতায় আনবার দাবিও জানায় ২০ টি সংস্থার এই জোট। ২০২২ সালে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রমবাজার মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর প্রক্রিয়ায় নতুন করে সিন্ডিকেট প্রতিষ্ঠার খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর আহ্বানও জানায় বিসিএসএম।

রামরু ২০২২ সালে এমএফএ এর সহযোগিতায় ৩টি সংস্থার সমন্বয়ে ৮৭ জন দুস্থ ফেরতআসা অভিবাসীকে পুনঃএকত্রীকরণ সহায়তা বাবদ ১২,৮৫,১২৭ টাকা সহায়তা প্রদান করেছে। চলতি বছরে রামরু কুমিল্লা ও ময়মসিংহ জেলার ৩০ টি উপজেলায় ৩৩০ টি ইউনিয়নের ১৯২০ টি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বিশ্লেষণ করে ফিরে আসা অভিবাসীদের জন্য সার্ভিস ডিরেক্টরি তৈরি করেছে। যা রিইন্টিগ্রেশনের জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড *রিকভারি অ্যান্ড অ্যাডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট* (আরএআইএসই) প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। গতবছরের মতো এই বছরও রামরু ১২০০ জন নারী ও পুরুষকে দক্ষিনখান সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে খাবার, আবাসন, শারীরিক ও মানসিক চিকিতসা এবং অন্যান্য জরুরী সেবা প্রদান করেছে। মাঠ পর্যায়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে রামরু ৩,০০,০০০ জনকে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। এছাড়াও ২০২২ সালে ২০,০০০ জন অভিবাসীকে প্রি-ডিপার্চার, প্রি-ডিসিশন, ফিনানসিয়াল লিটারেসি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে এবং মেডিয়েশন, মৃত্যুজনিত, দূর্ঘটনাজনিত ও অন্যান্য অভিযোগের বিপরীতে মোট ১,৪৭,১২,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায়ে সহায়তা করেছে এবং অভিবাসীদের ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড থেকে আর্থিক সহযোগীতা ও প্রবাসী কল্যান ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে সহায়তা করেছে।

ব্রাক এবছর ২১৯ টি প্রিডিসিশন প্রশিক্ষণ এবং ১৮৯ টি প্রি-ডির্পাচার প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। সচেতনতামূলক প্রোগ্রামের মাধ্যমে যেমন উঠান বৈঠক, স্কুল প্রোগাম, ভিডিও শো এর মাধ্যমে ৩,৭০,৫৯৫ জনকে সচেতনতা ও ৩৭২৪ জনকে বিমানবন্দরে জনকে জরুরি সেবার আওতায় আনার পাশাপাশি পুন:একত্রিকরণের উদ্দেশ্যে ৪৯৩৯ জন অভিবাসীকে ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা মনো:সামাজিক কাউন্সেলিং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ,মাঠ পর্যায়ে ভাষা প্রশিক্ষণ সহ ও অন্যান্য প্রশিক্ষন প্রদান করেছে। এছাড়াও ৪৯ টি প্রতারণা সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করে ৯ টি কেস/ অভিযোগ নিস্পত্তির মাধ্যমে ১৯,৪০,০০০ টাকা আদায়ে সাহায্য করেছে।

বমসা ১৫ টি ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং এর মাধ্যমে ৩৭৫ জন বিদেশ ফেরত অভিবাসী কর্মীকে ওমেন ইকোনমিক এমপাওয়ার ট্রেনিং এবং ৫০ জন বিদেশ ফেরত অভিবাসী কর্মীকে আইজিএ সাপোর্ট দিয়েছে। এছাড়া ৪,৭০,০০০/- অভিবাসীদের বেতন উত্তোলন করতে সাহায্য করা ছাড়াও অভিবাসী কর্মীদের লাশ এর ক্ষতিপূরণ বাবদ ২০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা উত্তোলন করে দেওয়া হয়। ৩৭ টি প্রি-ডিপার্চার ট্রেনিং এর মাধ্যমে ১১১০ জন নারী অভিবাসী ,৩০ টি প্রি-ডিসিশন ট্রেনিং এর মাধ্যমে ৮২৫ জন নারী অভিবাসী কে সচেতনতামূলক কাজ করে।

বাস্তব এ বছরে প্রায় ১২১ টি ব্যাচ এ মোট ১১,৪০৮ জন কে প্রি-ডিপারচার প্রশিক্ষণ দেবার পাশাপাশি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, মৃত্যু জনিত ক্ষতিপূরণ আদায়ে প্রায় ১৯,৫৩,৯০২ টাকা আদায়ে সাহায্য করেছে।

বিএনএসকে চলতি বছরে প্রায় ৬৪ জন ফেরতআসা নারী ও পুরুষ অভিবাসীকে পুনঃএকত্রিকরণের উদ্দেশ্যে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান, টিটিসি এর মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং ফিনান্সিয়াল লিটারেসি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। স্থানীয় পর্যায়ে অভিবাসন বিষয়ে নানা অভিযোগ নিস্পত্তি করে ২০২১ সালে তারা সহায়তা করে প্রায় ৩ লাখ টাকা উদ্ধারে অভিবাসী পরিবারগুলোকে সহায়তা করেছে। বিএনএসকে এবছর ১৩০ টি প্রিডিসিশন ট্রেনিং, ১৫০টি প্রি-ডির্পাচার ট্রেনিং আয়োজন করেছে এবং প্রতারণা সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহন করেছে ১৮ টি।

ওকাপ এবছর ৬২০ টি সেশনের মাধ্যমে ১৫,৫০০ জন অভিবাসীকে প্রিডিসিশন এবং ৫২টি সেশনের মাধ্যমে ১০,২০০ অভিবাসীকে প্রি-ডিপার্চার প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়াও ২৬৪টি প্রতারণা সংক্রান্ত অভিযোগ ও ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত আবেদন করেছে এবং ৫৭টি কেস/ অভিযোগ নিস্পত্তির মাধ্যমে ১,৮০,১০,০০০ টাকা আদায়ে সাহায্য করেছে। আউটরিচ ক্যাম্পেইন, সচেতনতা প্রোগ্রামের মাধ্যমে ১,৪৫,৬৪২ জনকে সচেতনতা ও ২৪৮৭ জনকে জরুরি সেবার আওতায় আনার পাশাপাশি পুনঃএকত্রিকরণের উদ্দেশ্যে ১৭২৩ জন কে ফিনান্সিয়াল লিটারেসি প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

ওয়ারবে ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন ২০২২ সালে পার্লামেন্টারি ককাস অন মাইগ্রেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট মাধ্যমে 'অভিবাসীদের কল্যাণে প্রি-বাজেট কনসালটেশন আয়োজন করে এবং পলিসি ব্রিফ তৈরি করে নীতিনির্ধারকদের প্রদান করে। সরকার বা স্থানীয় উদ্যগের ৪৩টি কেস সমাধানের মাধ্যমে ওয়ারবে ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসীদের পক্ষে ২৫,৮০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করেছে। কোভিডকালীন সময়ে ফেরত আসা ৩২জন অভিবাসীকে পুন:একত্রিকরণের জন্য অর্থনৈতিক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্বের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৫২ জন ফেরত আসা ঋনগ্রস্থ অভিবাসী কর্মীকে সালিশের মাধ্যমে ঋণের আসল ও সুদ মওকুফের মাধ্যমে সমাজে পুনঃএকত্রিকরণ করতে সহায়তা করেছে। ওয়ারবে এবছর ১০ টি ফিনান্সিয়াল লিটারেসি ট্রেনিং, ৫০টি প্রিডিসিশন ট্রেনিং, ২৯টি প্রি-ডিপার্চার ট্রেনিং আয়োজন করেছে এবং প্রতারণা সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করেছে ৩৫৪টি।

৭. সুপারিশমালা

- রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়াবার জন্য অভিবাসীদের ব্যাংকের উপর আস্থা ফিরিয়ে আনবার জন্য জোড়ালো পদক্ষেপ নিতে হবে।
- নবনির্মিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর (টিটিসি) পচিালনায় সরকার এনজিওদের সাথে অংশীদারিত্বে কাজ করা।
- নিরাপদ অভিবাসন সুনিশ্চিত করতে তরুণদের সাহায্য নিয়ে অভিবাসন সম্পর্কিত মোবাইল অ্যাপগুলোর প্রয়োগে স্কুল-কলেজের তরুণ শিক্ষার্থীদের সংযুক্ত করা।
- গন্তব্য দেশে অভিবাসীদের সন্দেহজনক অস্বাভাবিক মৃত্যুর কিছু কিছু কেস পুনরায় ময়নাতদন্তের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- বায়রাতে যে অভিযোগ সেল গঠন করা হয়েছে তা অতিদ্রুত সক্রিয় করে অভিবাসীদের আইনী সহায়তা নিশ্চিত করা।
- মানব পাচার সংক্রান্ত মামলাগুলো প্রসিকিউশনের হার বৃদ্ধি করা।

উপসংহার

এই বছর অভিবাসন খাতে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। চার বছর বন্ধের পর ২০২২ সালে পুনরায় মালয়েশিয়া বাংলাদেশী কর্মী গ্রহণ শুরু করেছে। দুঃখজনক হলেও এটি সত্য যে, এখানে সিন্ডিকেশন বন্ধ করা যায়নি। এ বছরে অভিবাসীদের ব্যাংকের উপর আস্থা কমে গেছে যা বৈধপথে রেমিটেন্স প্রবাহকে প্রভাবিত করেছে। গন্তব্য দেশে অভিবাসীদের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় পুনরায় ময়নাতদন্ত এখন সময়ের দাবী।

দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও প্রেরণের উদ্দেশ্যে নতুন টিটিসিগুলো মুলতঃ উন্নয়ন বাজেট থেকে তৈরী, আজও রেভিনিউ বাজেটে এদের বরাদ্দ নিশ্চিত করা যায় নি। ফেরত আসা অভিবাসীর জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সেবার পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে। বঙ্গবন্ধু ওয়েজ আর্নার্স সেন্টারও এবছরে সরকারী সেবায় নতুন সংযোজন।

২০২২ সালে অষ্টম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে। ফেরত আসা অভিবাসী কর্মীদের পুনঃএকত্রীকরণের জন্য মন্ত্রণালয় একটি খসড়া নীতিমালা প্রস্তুত করেছে। অনিয়মিত ও অসহায় অভিবাসী কর্মীর মরদেহ পরিবহন ব্যয় সংক্রান্ত নীতিমালা তৈরি হয়েছে যার মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটভুক্ত 'মরদেহ পরিবহন' খাত থেকে অর্থ ব্যয় করে বিদেশে মৃত অনিয়মিত অভিবাসীর মরদেহ দেশে আনা হবে। অভ্যন্তরীণ বাস্তচ্যুতি ব্যবস্থাপনায় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় যেখানে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ অভিবাসনকে অভিযোজনের পথ সহজতর করতে জেলা ও উপজেলাকেন্দ্রিক বিভিন্ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই বছর মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক প্লাটফর্মে ২০২২ সালে গ্লোবাল কম্প্যাক্ট অন মাইগ্রেশনের ফলো-আপ ফোরাম 'আই এম আর এফ', কপ-২৮, কলম্বো প্রসেস থিমেটিক এরিয়া ওয়ার্কিং গ্রুপ মিটিং, আবুধাবি ডায়ালগের উচ্চ পর্যায়ের মিটিংসহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এইসমস্ত সভায় নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অভিবাসীদের অভিযোজনের উপায়, তাদের নিরাপত্তা, কর্মীগ্রহণকারী দেশগুলোর দায়বদ্ধতা, মজুরি চুরি রোধ ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে।